

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী ৫

মুখবন্ধ ৬

প্রথম অধ্যায় (৭-১৮)

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা ৮

১.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন ৮

১.৩ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সমূহ ৮

১.৪ এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ৮

১.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ১০

১.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ১১

১.৮ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ১২

১.৯ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে ১২

১.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৩

১.১১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা /থোক বরাদ্দের বিবরণঃ ১৭

১.১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য থোক বরাদ্দ ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯-৫২)

২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি ২০

২.২ Translated English Version Of Agreement Between The National Committee On Chitagong Hill Tracts Constituted By The Government And The Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti ২৮

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ৩৬

তৃতীয় অধ্যায় (৫৩-৫৮)

৩.১ ভূমিকা ৫৪

৩.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কর্মপরিধি ৫৪

৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ৫৪

৩.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বর্তমান সদস্যগন ৫৪

৩.৫ দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর এর বর্ণনা ৫৫

৩.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কমিটি সমূহ ৫৫

৩.৭ ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত সভা ৫৭

৩.৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের বিবরণী ৫৭

চতুর্থ অধ্যায় (৫৯-৭০)

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৪.১ ভূমিকা ৬০

৪.২ বোর্ডের কার্যক্রম ৬০

৪.৩ বোর্ডের কর্মপদ্ধতি ৬০
৪.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের গঠন প্রণালী ৬০
৪.৫ বর্তমান বোর্ড কমিটির সদস্যবৃন্দ ৬০
৪.৬ বোর্ডের কনসালটেটিভ কমিটির বর্তমান সদস্যবৃন্দের তালিকা ৬২
৪.৭ বোর্ডের জনবল ৬২
কাজের নাম ৬২
৪.৮ উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন ৬২
৪.৯ ২০১২-১৩ অর্থ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ ৬৪
৪.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা" (কোড-৭০৩০)- এর আওতায় ২০১২-১৩ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৪
৪.১১ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ ও অগ্রগতি ৬৫
৪.১২ সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ৬৬
৪.১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক/দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচীর মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প ৬৬
৪.১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ৬৭
৪.১৫ সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় ৬৮
৪.১৬ ৫০১০ কোডের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ৬৯

পঞ্চম অধ্যায় **(৭১-৯০)**

৫. পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ

৫.১ ভূমিকা ৭২
৫.২ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ মোতাবেক রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ ৭২
৫.৩ পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্গানোগ্রাম ৭৩
৫.ক.১ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন ৭৪
৫.ক.২ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা অন্তরবর্তীকালীন পরিষদ ৭৪
৫.ক.৩ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল ৭৫
৫.ক.৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বিধি ৭৫
৫.ক.৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রবিধান ৭৫
৫.ক.৬ জেলা উন্নয়ন কমিটিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা ৭৫
৫.ক.৭ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা ৭৬
৫.ক.৮ বিষয় ভিত্তিক কমিটি গঠন সংক্রান্ত ৭৬
৫.ক.৯ একনজরে উন্নয়নখাতে বিগত চার অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী ৭৬
৫.ক.১০ একনজরে বিভিন্ন সংস্থা ও জেলা পরিষদ এর যৌথ উদ্যোগে বিগত চার বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ব্যয় বিবরণী ৭৭
৫.ক.১১ একনজরে উন্নয়ন ও সংস্থাপন খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী ৭৭
৫.ক.১২ ২০১২-১৩ সালে উন্নয়ন প্রকল্পব্যয় ৭৮
৫.ক.১৩ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সংস্থাপন খাতের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী ৭৮
৫.ক.১৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব আয় হতে যে যে খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরণ ৭৮
৫.ক.১৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ৭৯

৫.খ	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৮০
৫.খ.১	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন	৮১
৫.খ.২	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ	৮১
৫.খ.৩	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২- ২০১৩ অর্থ বৎসরে রাজস্ব খাতের ব্যয় বিবরণী	৮১
৫.খ.৪	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নিজস্ব তহবিলের আয় ব্যয়ের বিবরণী	৮১
৫.খ.৫	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হস্তান্তরিত বিষয় সমূহঃ	৮২
৫.খ.৬	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী	৮৩
৫.খ.৭	ত্রাণ কার্যক্রম	৮৫
৫.খ.৮	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৩ তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস পালন	৮৫
৫.খ.৯	জাপান সরকারের সাথে সেচ সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর	৮৫
৫.খ.১০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগে জনবল নিয়োগ	৮৫
৫.খ.১১	পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান	৮৬
৫.গ	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	৮৭
৫.গ.১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন	৮৭
৫.গ.২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা অন্তরবর্তীকালীন পরিষদ	৮৭
৫.গ.৩.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সংস্থাপন খাতের/রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী	৮৭
৫.গ.৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব আয় হতে যে যে খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরিণী	৮৮
৫.গ.৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা হস্তান্তরিত বিষয় সমূহ	৮৮
৫.গ.৬	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী	৮৯
৫.গ.৭	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৫০১০) এর আওতায় বার্ষিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৮৯
৫.গ.৮	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৭০২০) এর আওতায় বার্ষিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায় **(৯১-৯৩)**

সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস

সপ্তম অধ্যায় **(৯৫-৯৮)**

বাজার ফান্ড সংস্থা সমূহ ৯২

অষ্টম অধ্যায় **(৯৯-১০২)**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটি সমূহ ৯৫

নবম অধ্যায় **(১০৩-১০৮)**

বিবিধ

৯.১	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা	১০৪
৯.২	পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	১০৪
৯.৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ (এনজিও) পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধানাবলী	১০৫
৯.৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগনের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	১০৬



দীপংকর তালুকদার, এম. পি.
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২-২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ধারণা দেওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, যোগ্য নেতৃত্ব আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ দু'যুগ ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কারণে পিছিয়ে থাকা ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও বিকাশে বহুবিধ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও এ মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট রেখে এগিয়ে চলেছে-যার অগ্রগতিও খুবই আশাব্যঞ্জক। এখানকার অধিবাসীরা যাতে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সক্রিয় ও স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিবেদিত কর্মতৎপরতার যথাযথ প্রতিফলন-এ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যাবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(দীপংকর তালুকদার, এম.পি.)



সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

১৯৯৭ সালে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, যা সাধারনভাবে শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত, এর শর্তানুসারে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনগ্রসর তিনটি পার্বত্য জেলার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য মন্ত্রণালয়টি কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংযুক্ত দপ্তরসমূহের বিস্তারিত কার্যক্রম ও গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার লেখচিত্র এই প্রতিবেদনে গ্রন্থিত হয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমুহ কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে একটি ধারনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমুহ সমতলের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এছাড়াও পার্বত্য এলাকার ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব যেমন সার্কেল চিফ, হেডম্যান ও কারবারী সম্পর্কে কিছু তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ দুই দশকের সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসানে এই অঞ্চলে সৃষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, ভূমি সমস্যার নিরসন, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জুম চাষের বিকল্প হিসেবে ফলজ বাগান সৃজন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্রের সংরক্ষনের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী নানা কর্মসূচী সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার মাধ্যমে জনমনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শান্তি ও উন্নয়নের পথে এই অভিযাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও বেগবান করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর সচেষ্ট আছে। পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনে ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। এর মাধ্যমে দেশবাসী পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস ।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)



প্রথম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের এক দশমাংশ আয়তন জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮৭,০০০ জন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিস্বত্তা সমূহের অধিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তনচৈংগা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি উপজাতি রয়েছে। অ-উপজাতীয়দের মধ্যে ৪৮ ভাগ মুসলমান এবং বাকীরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদার লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রুপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৫ টি উপজেলা আছে।পাহাড়, বন, নদী, ঝর্ণা-এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতসমূহে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন

যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিস্বত্তা সমূহ এবং অ-উপজাতীয় জনগণ বসবাস করছে। উপ-জাতীয়রা যেমন একদিকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী,অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

১.৩ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সমূহ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
(৩) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স
(৪) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৫) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৭) সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম
(৮) রাংগামাটি বাজার ফান্ড
(৯) খাগড়াছড়ি বাজার ফান্ড
(১০) বান্দরবান বাজার ফান্ড

১.৪ এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
খ) নিয়ন্ত্রিত বিষয়াদিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার স্থানীয় সরকারসমূহকে পরামর্শ প্রদান;
গ) সকল প্রাসংগিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয় সাধন;
ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য গঠিত কাউন্সিল কমিটি; বিশেষ কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।
ঙ) সরকার এবং কমিটি সমূহকে পরামর্শ দান, মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাসংগিক সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন;
চ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তুত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ০২/১২/৯৭ খ্রিঃ তারিখ ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সমূদয় কার্যাবলী সম্পাদন;

জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকার সহ সকল স্থানীয় সরকার সমূহের কার্যাবলী সম্পাদন;

ঝ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিবেশ ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মবিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা;

ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপ-জাতীয়/অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ত্রান ও পুনর্বাসন এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন;

ঠ) পার্বত্য চট্রগ্রাম এলকার এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা;

ড) পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক পরিষদসহ সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তদারকি ও সমন্বয় সহ আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;

ঢ) পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসন;

ণ) সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আর্ন্তজাতিক সংস্থা (ইসিমড) সংক্রান্ত বিষয়াদি;

ত) সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস, চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়াদি

থ) এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংগে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখা (লিয়াজোঁ) এবং সকল বৈদেশিক বিষয়াদি;

দ) মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত বিষয়াবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;

ধ) এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত কোন বিষয়ের তদন্ত এবং পরিসংখ্যান।

১.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ে ১ জন সচিব, ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৬ জন উপসচিব, ০৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ০১ জন সচিবের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব ০১ জন (উপসচিব), প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ০১ জন (সহকারী সচিব) ০১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ মোট ২১টি ১ম শ্রেণীর পদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ ০৭টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৭টি পদসহ ১৪টি ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ এবং ২৮টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদসহ মোট ৬৩ টি পদের সংস্থান রয়েছে। জনাব দীপংকর তালুকদার,এমপি বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

যুগ্ম-সচিবদের অধীন অধিশাখা এবং শাখা সমূহ নিম্নরূপ:

যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) প্রশাসন অনুবিভাগ	উপসচিব প্রশাসন অধিশাখা	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব প্রশাসন-১ শাখা সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব আইন শাখা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসাব শাখা
	উপসচিব, পরিষদ	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পরিষদ শাখা-১
	উপসচিব, পরিষদ অধিশাখা -২	
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) উন্নয়ন অনুবিভাগ	উপসচিব, সমন্বয়	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বয় শাখা-১
	উপসচিব সমন্বয় অধিশাখা-২	
	উপসচিব,উন্নয়ন	সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব উন্নয়ন শাখা



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্ন্তজাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ গওহর রিজভী

১.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন খাতে রাজস্ব বাজেট ছিল ৩,৭৬,২০০০০.০০ (তিন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার) এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩২৫,৯১,০০০০০.০০ (তিন শত পচিশ কোটি একানব্বই লক্ষ) কিন্তু খরচ হয়েছে ৩১৬,৫৬,৬৪০০০.০০ টাকা (তিন শত ষোল কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার) যা বরাদ্ধেও ৯৭.১৩% । ৩২৫,৯১,০০০০০.০০ (তিন শত পচিশ কোটি একানব্বই লক্ষ) টাকার মধ্যে সরকারী বরাদ্ধ ১৮৭,৪৪,০০০০০.০০ টাকা এবং অবশিষ্ট ১৩৮,৪৭০০০০০.০০ টাকা হল UNDP এর প্রকল্প সহায়তা।

এছাড়াও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পূনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় টি আর খাতে ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং জি আর খাতে ২৫০০০০০০.০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৭. ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ ছিল:

অর্থনৈতিক কোড	খাত	সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (হাজার টাকায়)
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৯২০০	৭৯০৯
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৩০০০	২৬৬৩
৪৭০০	ভাতাদি	৭১৩০	৬০০১
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৬৮১৫	৬১৩১
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬৭৫	৫৮৪
৬৩০০	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৯৫০০	৬৮৫০
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ব্যয়	৭০০	৫৬৬
৭৪০০	ঋণ ও অগ্রিম	৬০০	৩১০
	মোট	**৩৭৬২০**	**৩১০১৪**



গত ২৯/০৬/২০১৩ তারিখ ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষ ও ইকো ট্যুরিজম বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী কর্নেল(অব) মোঃ ফারুক খান,এমপি

১.৮ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য) (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য) (লক্ষ টাকায়)
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট)।	৩১৬২.০০ (১,৬৪০.০০)	২,২৭৯.৭০ (৯৮৮.১৬)
২	প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন)।	১০৬৬০.০০ (১০,৬৬০.০০)	১১০২৩.৭০ (১১,০২৩.৭০)
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়:	৫০৭.০০ (৪৫৮.০০)	৪৫৮.০০ (৪৫৮.০০)
	(ক) আঞ্চলিক পরিষদ অংশ কোড ৭১০০	১৪৬৯.০০ (১,০৩৭.০০)	১৩০১.৮১ (৮৮০.১২)
	(খ) এলজিইডি অংশ (কোড-৭১১০)	৮০০.০০ (৫১০.০০)	৬৬৬.৮৩ (৩৯৯.৬৭)
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য থোক বরাদ্দ।	৪০০০.০০	৪০০০.০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য থোক বরাদ্দ।	৩০০০.০০	২৯৯৯.৯৩
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ।	৯৫০০.০০	৯৩৮৪.৬৭
	মোট	৩২৫৯১.০০ (১৩৮৪৭.০০)	৩১৬৫৬.৬৪ (১৩২৯১.৬৫)

১.৯ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছেঃ

(১) বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঙ্গু নদীর উপরে ২১৭ মিটার দীর্ঘ রুমা ব্রীজ নির্মাণ করা হয় ।

(২) বান্দরবান জেলার থানচী উপজেলায় চিম্বুক-থানচী সড়কসহ ৯৩.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঙ্গু নদীর উপরে ২১৭ মিটার দীর্ঘ থানচী ব্রিজ নির্মাণ করা হয় ।

(৩) রাঙ্গামাটি জেলার জেলা শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৯২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ করা হয়।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় জাতির পিতার ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় এবং ১২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান শহরের শিশু একাডেমি চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ' নির্মাণ করা হয়।

(৫) রাঙ্গামাটি সদরের সংগে বাঘাইছড়ি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নানিয়ারচর উপজেলা সংলগ্ন চেঙ্গী খালে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্রাফিক গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ জেলা অফিস, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ জেলা অফিস, খাগড়াছড়ির তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ সরকারি শিশু সদন এবং খাগড়াছড়ির রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী) জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয় ।

(৭) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts এর ৪১ বিধি সংশোধন করে (জুম চাষ জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের অধীনে ন্যস্ত করা সংক্রান্ত) গেজেটে প্রকাশ করা হয় ।

(৮) ঢাকায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বেইলী রোডে ১.৯৬ একর জমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় বরাদ্দ পাওয়া গেছে ।

(৯) রাঙ্গামাটিতে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রাঙ্গামাটি মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ।

(১০) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃ ভাষায় পাঠদান চালু করা হয় ।

(১১) সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রি-স্কুল উত্তীর্ণ ১৭,৫২৫ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৫,৫৯০ জন শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত আছে।

(১২) সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী বিনা খরচে খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

(১৩) UNDP-CHTDF প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ৪,৫৪,৯৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া এবং ৫৪১ জন মায়ের নিরাপদ প্রসব (Safe Delivery) করানো হয়।

(১৪) মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে UNDP-CHTDF প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৬৯ জন মহিলাকে আয়বর্ধন কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে কাপ্তাই উপজেলার তিনছড়ি খালের উপর নির্মিত গার্ডার ব্রিজের শুভ উদ্বোধন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি।

১.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প -৩য় পর্যায়-শীর্ষক প্রকল্প:

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২০.০০ কোটি (জিওবি ২১০.২৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১০৯.৭৬ কোটি)টাকা।
বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যতা অর্জনের লক্ষ্যে মৌলিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং তা

যথাযথভাবে বিতরণ বিশেষ করে মা ও শিশুদের জীবনরক্ষাকারী বিভিন্ন বিষয়ে (পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে) টেকসই ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রধান প্রধান কর্মসূচী:

- ৫০০টি নতুন পাড়া কেন্দ্রে নির্মাণসহ মোট ৪,০০০টি পাড়াকেন্দ্র নিয়মিত পরিচলনার মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌলিক সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- ৪,০০০টি পাড়াকেন্দ্রের সার্ভে সম্পন্নকরণ;
- পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিভাগসমূহের সেবা বিতরণের ব্যবস্থা;
- ৩-৫ বছর বয়সী ১,৫২,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ:
- ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু, ১৩-১৯ বছরের কিশোরী, গর্ভবর্তী মহিলা, প্রসূতি মা এবং নববিবাহিত মহিলাদের রক্তস্বল্পতা পূরণ করতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টসন প্রদান:
- ১ বছর বয়সী ১,৬০,০০০ শিশুকে টিকা প্রদান;
- ৮০০টি পুরাতন পানির উৎসের মেরামতসহ নতুন ১২০০টি পানির উৎসের উন্নয়ন ও ২০,০০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহকরণ'
- প্রকল্পের আওতাভুক্ত ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার তথ্যাদি সমন্বয়ে MIS প্রতিষ্ঠা এবং তা কার্যকরকরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প -৩য় পর্যায়, প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও ২০১২-২০১৩ অর্থ সালের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

প্রধান কার্যক্রম সমূহ	অর্জিত ফলাফল
পাড়াকেন্দ্র	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পাড়াকেন্দ্র সমূহ প্রকল্পের উপকার ভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন মৌল সেবা বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি উন্নয়ন, রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃ ব্যবস্থা উন্নয়নসহ জীবন ধারণের জন্য যথোপযুক্ত আচরনে অভ্যস্থ করতে পাড়াকেন্দ্র সমূহ ভুমিকা রাখছে। ৩৫০০ বিদ্যমান পাড়াকেন্দ্র নিয়মিতভাবে চালু রাখা হয়েছে। আরো ৩০০ টি নতুন পাড়া কেন্দ্র নির্মানের জন্য পাড়া নির্বাচন, পাড়া কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে
প্রশিক্ষন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ ও কম্যুনিটির সামাজিক উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। পাড়াকর্মীগণকে মৌলিক ও সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পে বর্তমানে ৩৫০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাড়াকর্মী কর্মরত আছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩০০ জন পাড়া কর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষন, ৩৫০০ পাড়াকর্মীর অন জব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ৩৩৬ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ সহসা শুরু হবে।
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	প্রকল্পভুক্ত ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরনের লক্ষ্যে পাড়াকেন্দ্রে ২ বছর মেয়াদী শিশু বিকাশ ও প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিশু বান্ধব পরিবেশে হেসে-খেলে-নেচে-গেয়ে শিশুরা বর্ণমালা, অংকের ধারণা, চারু ও কারু এবং পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। পাড়াকেন্দ্র উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ৩৫০০ পাড়া কেন্দ্রে ৬৫,৫৯০ জন শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত আছে। চলতি বছর প্রি-স্কুল উত্তীর্ণ ১৭,৫২৫ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মান উন্নয়ন	প্রতিরোধ যোগ্য রোগের সংক্রমন হ্রাস এবং এনিমিয়া প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ সালে ৫১৬৯ জন শিশু, ১৮,৪০৫ জন মহিলা ও ১৮৪২ জন গর্ভবর্তী মহিলাকে টিকা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এছাড়াও ৫৫৮ জন প্রকল্প কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে DNI বিষয়ক প্রশিক্ষন দান ও ২৫২০টি প্যাড়া কেন্দ্রে আয়রন টেবলেট, ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরন করা হয়েছে।
শিশু সুরক্ষা	২০১২-২০১৩ অর্থসালে ৩৩০ টি পাড়া কেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় উদ্দীষ্ট জনগোষ্টির ১০০% জন্ম নিবন্ধন, কিশোরীদের জীবন নির্বাহী সক্ষমতা সৃজন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রধান কার্যক্রম সমূহ	অর্জিত ফলাফল
পানি ও পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৮০ টি পাড়া কেন্দ্রে Hand washing station স্থাপন এর মাধ্যমে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে, ২৫০০ সেট স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন বিতরন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার ও হাইজিন প্রমোশন মূলক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
আবাসিক বিদ্যালয়	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। ম্রো, খুমী, খিয়াং, ত্রিপুরা, মারমা, বম সম্প্রদায়ের ৭০০ জন শিক্ষার্থী খাদ্য, আবাসন, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ, বিনা মূল্যে প্রাপ্তিসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করছে। বিদ্যালয় সমূহ থেকে এ পর্যন্ত ৪৮৭ শিক্ষার্থী এস, এস, সি পাশ করছে।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা বিতরনে পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারী বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভুমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।



গত ২৯/০৬/২০১৩ তারিখ ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষ ও ইকো টুরিজম বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী,এমপি।

(খ) প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস প্রকল্প (সংশোধিত):

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৯৭.৬৩ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়ন মেয়াদ : এপ্রিল ২০০৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য চট্টগ্রামের দারিদ্র বিমোচনের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও স্থানীয় জনসাধারনকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দান করা।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া।
- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের নিমিত্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের জন্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

প্রধান প্রধান কর্মসূচী:

- তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বৃদ্ধিকরণ।
- আঞ্চলিক ও আন্তঃ কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী।
- আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে স্থানীয় জনসাধারণকে ছোট ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির নিমিত্ত আস্থা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী ।
- উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয়, আস্থা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য ইউএনডিপি-এর পরিচালনা অবকাঠামো ও সামর্থ সহায়তা সংক্রান্ত।

২০১২-১৩ অর্থবছরে UNDP- CHTDF প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠানসমুহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে MDG মানচিত্রায়ণ অনুশীলনের জন্য UNDP-CHTDF সহায়তা করছে। এই কার্যক্রমে উন্নয়নকারীরা সম্মত হয়েছে। উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ও নির্দেশক চিহ্নিত করতে সম্মতি প্রদান করেছে এবং অর্জিত উন্নয়ন পুনর্বিবেচনা করছে। জেলা পরিষদগুলো এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করছে। স্বাস্থ্য , শিক্ষা, কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলা পরিষদ দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদান করছে।

নীতি পরামর্শ ও আস্থা বৃদ্ধি:

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও CHTDF যৌথভাবে পার্বত্য এলাকায় পুলিশদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুলিশ সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৫০ জন পুলিশকে পার্বত্য এলাকায় ২৫টি পুলিশ স্টেশনে বদলী করা হয়েছে। এই বদলী পুলিশ এবং CHT ethnic community এর মধ্যে আস্থা বৃদ্ধিকরণে সহায়ক হবে।

স্বাস্থ্য:

CHTDF এর অর্থায়ন ও টেকনিকেল সাপোর্ট জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় মোট ৪,৫৪,৯৫১ জন রোগী স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছে। তার মধ্যে ৫২৪ জনকে জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা অথবা জেলায় স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৫৩ জনকে কম্যুনিটি স্কিল বার্থ এটেন্ডেন্স (CSBA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা ২০১২ সালে ৫১৪টি নিরাপদ প্রসব করিয়াছে।

শিক্ষা:

মোট ৩০০টি CHTDF - supported স্কুল পার্বত্য এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ সালে ১৯০৮৮জন (৪৭.২% ছাত্রী) ভর্তি হয়েছে, যেখানে ২০০৯ সালে ছিল ৮,২৪১ জন। মোট ভর্তি ৯০% এ উন্নীত হয়েছে। এই স্কুলসমূহে উপস্থিতির হার ৮২% যা জাতীয় শিক্ষার হার এর চেয়ে বেশি। ১০৫টি স্কুল নবনির্মিত অথবা বর্ধিত করণ করা হয়েছে।

কৃষি, সামাজিক ক্ষমতায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন:

মোট ১৪, ৮১৭ জন কৃষককে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধার্থে কৃষক স্কুল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শষ্য ভাণ্ডারের মাধ্যমে ১৪২০৬ জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। খাদ্য ঘাটতির হ্রাস পেয়েছে। CHTDF এর সহায়তায় কৃষকদেরকে ঋণদাতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও উচ্চসুদে ঋণ না নেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। CHT Community এখন তাদের নিজস্ব Community উন্নয়ন কার্যক্রম করার জন্য ৩২৫৭টি পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি) এর্ব ১৬৮৫টি পাড়া নারী উন্নয়ন গ্রুপ (পিএনডিজি) এর মাধ্যমে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করছে।

জেণ্ডার সাম্যতা:

জেণ্ডার সাম্যতা ও নারী নেতৃত্বকে উন্নয়ন ও শক্তি বৃদ্ধিকরণে সক্ষমতা প্রদান করছে। মোট ১০৬৯ জন নারী উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং আয়বর্ধক কর্মসূচির প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন -২য় পর্যায় প্রকল্পঃ

মুখ্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ,
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, এলজিইডি
প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৫০৪৯২.৯৫ লক্ষ (জিওবি ১০৩৯৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৪০০৯৪.২৭ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের অর্থায়ন : এডিবি ও জিওবি
বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৮

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে এ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এ লক্ষ্যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্তভাবে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব মূল্যবান শস্যাদি/ফসলাদি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান এবং বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান পূর্বক ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থাকরণ;
- গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মহিলা, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠী এবং আদিবাসী জনগণের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওয়াটার শেড এবং অবস্থা উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ভূমি ও পানি সংরক্ষণের উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রধান প্রধান কর্মসূচি:

- গ্রামীন অবকাঠামো, ফিডার সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, পায়ে চলা পথ এবং উল্লেখিত রাস্তায় ব্রীজ/কালভার্টসমূহের মান উন্নয়ন।
- উৎপাদন এবং তার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি করা।
- গ্রাম পর্যায়ে স্হানীয় জনসাধারণের আর্থিক অংশিদারিত্বে মাধ্যমে ছোট ছোট উন্নয়নমূলক কাজ।
- আঞ্চলিক ও আন্তঃকমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী।

২০১২-১৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

এ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ অংশের মাধ্যমে ১টি বৈদেশিক শিক্ষা সফর ও ৪টি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং এলজিইডি অংশের মাধ্যমে ৩টি TOTAL Station ক্রয় করা হয়েছে।

১.১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা /থোক বরাদ্দের বিবরণঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ (প্রকল্প কোড- ৫০১০)

২০১২-২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ' ৯৫০০.০০ লক্ষ (পঁচানব্বই কোটি) টাকার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩৫৭০.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা ৮১টি প্রকল্প রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৯০.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা ১৪৪টি প্রকল্প, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে ৭২টি প্রকল্প , বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৪৬০.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা ৬২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

এছাড়া উক্ত থোক বরাদ্দের আওতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে ১১০৫.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বরাদ্দ দ্বারা যোগাযোগ অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, বনায়ন, বিদ্যুতায়ন, মৎস্য চাষ ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, ফলমুলের বাগান স্থাপন, রাবার বাগান সৃজন, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্প্রসারণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য থোক বরাদ্দ

এ সহায়তায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা তিন পার্বত্য জেলার আয়তন, জনসংখ্যা এবং অনগ্রসরতা ইত্যাদি ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক বিদ্যমান caritaria অনুসারে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের জন্য ৩৬%, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩১% এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ৩৩% হারে নিম্নরূপভাবে বিভাজন করা হয়েছে:

ক্রঃ নং	জেলা পরিষদের নাম	টাকার পরিমাণ
১	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১০৮০.০০ লক্ষ (দশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা

২	খাছড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৩০.০০ লক্ষ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৯০.০০ লক্ষ (নয় কোটি নব্বইল লক্ষ) টাকা
	মোট	**৩০০০.০০ লক্ষ (ত্রিশ কোটি)**

এ অর্থদ্বারা পরিষদত্রয়ের সংস্থাপন ব্যয় সংস্থাপন ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, আর্থ-সামাজিক প্রভৃতি সেক্টরে ৫২৬টি প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করেছে।

১.১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য থোক বরাদ্দ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিএ সহায়তা বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীণ যোগাযোগ, কৃষি, ধর্মীয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পানীয় জল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মানের জন্য ৭৩২টি প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করেছে।



দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি)

২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন:

(ক) সাধারণ

১. উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২. উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩. এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	আহবায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	সদস্য

৪. এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয় পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন :

১. পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২. "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩. "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত: বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪. (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে - "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫. ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬. ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে"

শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭. ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮. ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯. বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে:

আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০. ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১. ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২. যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩. ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪. (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে: "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"। (গ) ৩২ নম্বর ধারা উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫. ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬. ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত '' অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭. (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮. ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভারে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯. ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মনন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০. ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'পরিষদ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১. ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরুপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট

হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২. ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার 'বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে' শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে '' এই আইন '' শব্দটির পূর্বে 'পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে' শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩. ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত ''সরকারের'' শব্দটির পরিবর্তে ''মন্ত্রণালয়ের'' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪. (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত '' আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে '' শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে '' যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী '' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫. ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''সহায়তা দান করা '' শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬. ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭. ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮. ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯. ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০. (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে'' শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''করিতে পারিবে'' এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত ''পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ''- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১. ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২. ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে

পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩. (ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে ''শৃঙ্খলা'' শব্দটির পরে ''তত্ত্বাবধান'' শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় ''সংরক্ষিত বা'' শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪. পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ;

(খ) পুলিশ (স্থানীয়);

(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

(ঘ) যুব কল্যাণ ;

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(চ) স্থানীয় পর্যটন ;

(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ;

(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান ;

(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা ;

(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ

(ট) মহাজনী কারবার

(ঠ) জুম চাষ।

৩৫. দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি

(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর ;

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস ;

(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর

(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ ;

(জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর ;

(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ

(ঞ) ব্যবসার উপর কর

(ট) লটারীর উপর কর

(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদঃ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২. পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩. চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪. পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫. পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬. পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭. পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮. (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯. (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১. ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২. পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এই রূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪. নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ঘ) পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১. ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ' ৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ শে মার্চ' ৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২. সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করত: উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩. সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভ ল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪. জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পূনর্বাসিত শরনার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এই যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জ ল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫. এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট) ;

(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি ;

(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার ;

(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬. (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করিবেন।

৭. যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮. রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০. কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান: চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১. উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২. জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩. সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪. নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫. নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬. জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হইবে।

(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

(গ) অনরুপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিক ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭. (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে।

তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯. উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি করা হইবে।

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
(২) চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
(৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৫) চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
(৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
(৮) সাংসদ, বান্দরবান
(৯) চাকমা রাজা
(১০) বোমাং রাজা
(১১) মং রাজা
(১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ
আহবায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

2.2 TRANSLATED ENGLISH VERSION OF AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL COMMITTEE ON CHITAGONG HILL TRACTS CONSTITUTED BY THE GOVERNMENT AND THE PARBATYA CHATTAGRAM JANA SAMHATI SAMITI

Reposing full and unswerving allegiance in the State-sovereignty and territorial integrity of Bangladesh regarding its hill tracts region within the ambit of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the National Committee on Chittagong Hill Tracts on behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti on behalf of the inhabitants of the Chittagong Hill Tracts region have reached the following Agreement, comprised of four Parts (A, B, C, D), with a view to upholding the political, social, cultural, educational and economic rights of all the citizens of the Chittagong Hill Tracts region and expediting their socio-economic development process and preserving and developing the respective rights of all the citizens of Bangladesh:-

(A) GENERAL:

1. Both the parties, having considered the Chittagong Hill Tracts region as a tribe-inhabited region, recognized the need of preserving the characteristics of this region and attaining the overall development thereof.
2. Both the parties have agreed to make alter, amend and add to, in consonance with the consensus and responsibilities expressed in the different section of this Agreement, the relevant laws, regulations and practices according to law as early as possible.
3. In order to monitor the process of implementation of this Agreement, an Implementation Committee will be formed with the following members:

   a) A member to be nominated by the Prime Minister:Convenor

   b) The Chairman of the Task Force formed with the Purview of this agreement:Member

   c) The President of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti Member
4. The Agreement shall come into force from the date of its signing and execution by both the parties. This Agreement shall remain valid from the date of its effect until all the steps are executed as per this Agreement.

(B) HILL DISTRICT LOCAL GOVERNMENT COUNCIL/HILL DISTRICT COUNCIL:

Both the parties have agreed to alter, amend, add to and repeal the Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad Ayin, 1989 (Rangamati Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad Ayin, 1989, Bandarban Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad Ayin, 1989 and Khagrachari Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad Ayin, 1989) and its various sections, as may be in force till the date of commencement of this Agreement, in the manner set forth here under:

1. The word "Tribe" used in the various sections of the Council Act shall remain in tact.
2. The name of "Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad" shall be amended and this Council shall be re-named as "Parbatya Zilla Parishad".
3. "Non-tribal Permanent Resident" shall mean a person who is not a tribal and who has lands of lawful entitlement in the hill districts and who generally lives in the hill districts at a specific address.
4. a)There shall be 3 (three) seats for women in every Hill District Council. One third (1/3) third (1/3) of these seats shall be for the non-tribals.

   b)Sub-section 1, 2, 3 and 4 of section 4 shall remain in force as per the original Act.

   c)The words "Deputy Commissioner" and "Deputy Commissioner's" appearing in the second line of sub-section (5) of section 4 shall be substituted by the words "Circle Chief" and "Circle Chief's" respectively.

   d)The following sub-section shall be added to section 4: "Whether a person is a non-tribal or not and, if so, which community he is a member of, shall be determined, subject to his producing a certificate from the concerned Mouza Headman/Union Council Chairman/Municipality Chairman, by the concerned Circle Chief and without a certificate in this connection being received from the Circle Chief, no person shall be eligible as a non-tribal to be candidate for the post of a non-tribal member".

5. It is provided in Section 7 that a person elected to the post of Chairman or Member shall, before assumption of office, swear or affirm oath before the Commissioner, Chittagong Division. This shall be amended by provisions to the effect that the Members shall swear or affirm oath before "a Judge of the High Court Division" instead of the "Commissioner, Chittagong Division".
6. The words "to the Commissioner, Chittagong Division" appearing in the fourth line of section 8 shall be substituted by the words "as per election rules".
7. The words "three years" in the second line of Section 10 shall be substituted by the words "five years".
8. It shall be provided in Section 14 that in the event of the post of Chairman falling vacant for any cause or of his absence, a tribal member elected by other members of the Council shall preside over and discharge other responsibilities.
9. The existing Section 17 shall be substituted by the following sentences: "A person shall be entitled to be considered as legally eligible for enlistment in the Voters' List if he is (1) a citizen of Bangladesh, (2) not below 18 years of age, (3) not declared by any competent court to be of unsoundly mind, (4) a permanent resident of the hill district.
10. The words "delimitation of constituencies" appearing in sub-section 2 of Section 20 shall be distinctly incorporated.
11. There shall be a provision in sub-section 2 of Section 25 to the effect that the Chairman and in his absence, a tribal Member elected by the other Members shall preside over all the meetings of the Council.
12. Since the entire area of Khagrachari district is not encompassed by the Mong Circle. the words "Khagrachari Mong Chief" appearing in Section 26 of the Act regarding Khagrachari Hill District Council shall be substituted by the words "Mong Circle Chief and Chakma Circle Chief". Similarly, there shall be made a scope for the attendance of the Bohmang Chief in the meetings of Rangamati Hill District Council. In the same manner there shall be provision that the Bohmang Circle Chief, at his will or on being invited, shall be entitled to attend the meetings of Bandarban Hill District Council.
13. It shall be provided in sub-section (1) and (2) of Section 31 that a Chief Executive Officer of the rank of a Deputy Secretary to the government shall be the Secretary of the Council and the tribal officers shall be given preference for appointment to this post.
14. a)There shall be provision in sub-section (1) of Section 32 that the Council shall be

    competent, subject to approval by the government, to create posts of officers and employees of different categories for the purpose of smooth completion of the works of the Council.

    b)Sub-section (2) of the Section 32 shall be formulated in the following manner "The Council shall, as per Regulations, have competence to appoint Class-III and Class-IV employees and to transfer, suspend, dismiss, remove or otherwise punish them.

    Provided that it shall be the condition attached to such appointments that the tribal residents of the district concerned shall have right of preference".

    c)It shall be provided in sub-section (3) of Section 32 that the Government shall, as per Regulations, have the authority to appoint officers in consultation with the Council and to transfer elsewhere, suspend, dismiss, remove or otherwise punish them.
15. The Words as per Rules shall be inserted in sub-section (3) of Section 33.
16. The words "or in any other way determined by the Government" appearing in the third line of sub-section (1) of Section 36 shall be deleted.
17. a) The provision starting with "Fourthly" in sub-section (1) of Section 37 of the original Act shall remain in tact.

    b)The pharae "as per as" shall inserted in clause 'D' of sub-section (2) of Section 37.
18. Sub-section (3) of Section 38 shall be deleted and sub-section (4) shall be formulated as follows: "At any time before the expiry of a financial year, a budget may be prepared and approved, if necessary, for that financial year".
19. The following sub-section shall be added to section 42: "(4) The Council shall be competent to prepare,

undertake and implement, with the help of money receivable from the Government, development projects in respect of the matters transferred to it and all development programs at national level shall be implemented through the Council by the concerned Ministry/Department/Institution".

20. The word "Government" appearing in the second line of sub-section (2) of Section 45 shall be substituted by the word "Council".
21. Sections 50, 51 and 52 shall be repealed and in their stead the following Section shall be enacted: "In order to ensure harmonization of the activities of the Council advice or instructive orders, if necessary, if the Government be convinced on having received such evidence that any activity done or proposed to be done by or on behalf of the Council is inconsistent with law or contrary to public interest, it shall then have the authority to call for in writing from the Council information and explanation about the matter concerned and give advice or directive in that regard.
22. The words "after the expiry of the period of being defunct" in Sub-section (3) of Section 53, shall be deleted and instead thereof the words "Within 90 days of cancellation of the Council" shall be inserted before the words "this Act".
23. The word "Government" will be replaced by word "Ministry" in the third and fourth lines of Section 61.
24. a) Sub-section (1) of Section 62 shall be amended as follows: "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, Sub-Inspectors and all members of ranks subordinate thereto of the Hill District Police shall be appointed by the Council as per Regulations and prescribed procedure and the Council shall be competent to transfer them and take punitive action against them in accordance with the procedure prescribed by the Regulations; Provided that, the tribals of the district shall have preference in case of the said appointment.

    b)The words "subject to the provisions of all other laws for the time being in force" as appear in the second line of sub-section (3) of Section 62 shall repealed and substituted by the words "as per law and rules".
25. The words "to render assistance" in the third line of Section 63 shall remain in tact.
26. Section 64 shall be amended and enacted as follows:

    a)"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no land and premises, including the leasable Khas lands, within the territorial limits of the Hill Districts shall be transferable by Ijara, settlement, purchase or sale except with the prior permission of the Council;

    Provided that this provision shall not be applicable in respect of the area of ReservedForest, Kaptai Hydro-electric Project, Betbunia Satellite Station, State-owned in the industries and factories and the lands recorded in the name of the Government".

    b)"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, No land, hill or forest under the controlled and within the jurisdiction of the Council shall be acquired or transferred by the Government without consultation with or the consent of the Council.

    c)The Parishad may supervise and control the works of the Headmen, Chainmen, Amins, Surveyors, Kanungos and Assistant Commissioner (land).

    d)The reclaimed fringe lands of KaptaiLake shall be leased out on priority basis to the original owners.
27. Section 65 shall be amended and formulated as follows: "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the responsibility of collecting the Land Development Tax of the district shall rest in the hands of the Council and the collected tax of the district shall be deposited in the fund of the Council."
28. Section 67 shall be amended and formulated as follows: "in the event of necessity for harmonization of the works of the Council and the Governmental authorities, the Government or the Council shall raise proposals on specific subject and the harmonization of the works shall be effected through mutual communications between the Government and Council".
29. Sub-section (1) of Section 68 shall be amended and formulated as follows: "With a view to carrying out the purposes of this Act, the Government may, upon consultation with the Council, make Rules through Notification in the Government official Gazette and the Council shall have a rights to apply to the Government for review of the said Rules even after they are already made".

30. a)The words "with prior approval of the Government" in the first and second lines of Sub-section (1) of Section 69 shall be repealed and after the words "may make" in the third line the following proviso shall be added: "Provided that if the Government does not agree with any part of the Regulations made, it shall be competent to give advice or directive to the Council towards amendments of the said regulations".

    b)The words "conferment of the powers of the Chairman on any officer of the Council" in clause (h) of sub-section (2) of Section 69 shall be deleted.

31. Section 70 shall be deleted.

32. Section 79 shall be amended and formulated as follows:

    "If, in the opinion of the council, any law made by the National Parliament or any other authority as applicable to the hill district is one which creates hardship for the said district or is objectionable for the tribals, the Council may, upon stating the cause of hardship or abjection, apply to the Government in writing for amending or relaxating the application of such law and the Government may take remedial measures in accordance with such application".

33. a)The word "discipline" appearing in Item No. 1 under the heading the activities of the Council in the First Schedule shall be substituted by the word "supervision".

    b)In Item No. 3 of the Council's activities, the following shall be added: "(1) Vocational education, (2) Primary education through mother tongue, (3) Secondary education".

    c)The words "reserved or" appearing in Clause 6(b) of the Council's activities shall be deleted.

34. The following subjects shall be included in the functions and the responsibilities of the Hill District Council:

    a) Land and land management;

    b) Police (local);

    c) Tribal law and social justice;

    d) Youth welfare;

    e) Environmental protection and development;

    f) Local tourism;

    g) Improvement Trust and other institutions concerning local administration, other than Municipality and Union Council;

    h) Issuing license for local commerce and industries;

    i) Proper utilization of rivers and streams, canals and Beels and irrigation system other than water resources of the KaptaiLake;

    j) Maintaining of the statistics of birth and deaths;

    k) Wholesale business;

    l) Jum cultivation.

35. The following items shall be added to the subjects for imposition of taxes, rates, tolls and fees by the Council as stated in the Second Schedule:

    a) Registration fees of non-mechanical transports;

    b) Tax on buying and selling of commodities;

    c) Holding tax on lands and buildings;

    d) Tax on selling of domestic animals;

    e) Fees for community adjudication;

    f) Holding tax on Government and Non-government industries;

    g) A specified part of the royalty on forest resources;

    h) Supplementary Tax on Cinema, Jatra and Circus;

    i) Part of the royalty received by the Government against granting Licenses or Pattas for the exploitation of mineral resources;

j) Tax on business;

k) Tax on lottery;

l) Tax on catching Fish.

(C) CHIITAGONG HILL TRACTS REGIONAL COUNCIL:

1. Subject to amendment and addition of the various sections in the Parbatya Zilla Sthanio Sarkar Parishad Ayin, 1989 (Act IXX, XX and XXI of 1989) for purpose of making the Hill District Council more powerful and effective, a Regional Council will be formed comprising the Local Government Councils of three Hill Districts.
2. The elected Members of the Hill District Councils shall, by indirect mode, elect the Chairman of this Council whose status shall be equivalent to that of a State Minister and who shall be a tribal.
3. The Council shall consist of 22 (twenty-two) Members including the Chairman. Two third of the Members shall be elected from amongst the tribals. The Council shall determine the modality of its functioning.

   The constitution of the Council shall be as follows:

Chairman	1 person
Member (tribal male)	12 persons
Member (tribal female)	2 persons
Member (non-tribal male)	6 persons
Member (non-tribal female)	1 person

   Of the male tribal Members, 5 shall be elected from the Chakma tribe, 3 from the Marma tribe, 2 from Tripura tribe, 1 from the Murung and Tanchangya tribes and 1 person from amongst the Lusai, Bowm, Pankho, Khumi, Chak and Khiang tribes.

   Of the male non-tribal Members, 2 persons shall be elected from each district.

   Of the female tribal Members, 1 person shall be elected from the Chakma tribe and another from the rest of the tribes.
4. There shall be reserved 3 (three) seats for the women in the Council and one third (1/3) thereof shall be for the non-tribals.
5. The Members of the Council shall, by indirect mode, be elected by the elected Members of the three Hill District Councils. The Chairman of the three hill districts shall be ex-officio Members of the Council and they shall have right to vote. The qualification and disqualification of candidature for membership of the Council shall be similar to those of the Members of the Hill District Councils.
6. The tenure of office of the Council shall be 5 (five) years. The procedure and other matters regarding the preparation and approval of the budget of the Council, dissolution of the Council, framing of the Rules of the Council, appointment and control of the officers and employees, etc. shall be similar to the procedure and other matters as are applicable to the Hill District Councils.
7. There shall be the Council, a Chief Executive Officer of the rank equivalent to that of a Joint Secretary to the Government and the tribal candidate shall be given preference for appointment to this post.
8. a) If the post of Chairman of the Council falls vacant, one person from amongst the other

   tribal members shall be, by indirect mode, elected Chairman for the interim period by the Members of the three Hill District Councils.

   b)If the post of a Member of the Council falls vacant for any reason, it shall be filled up by by-election.
9. a) The Council shall coordinate all the development activities carried out by the three

   Hill District Councils, and shall also superintend and harmonize all the affairs of and assigned to the three Hill District Councils. Besides, in the event of lack of harmony or any inconsistency being found in the discharge of responsibilities given to the three Hill District Councils, the decision of the Regional Council shall final.

   b) This Council shall coordinate and supervise the Local Council, including the municipalities.

c) The Regional Council shall coordinate and supervise the three hill districts in matters of general administration, law and order and development.

d) The Council shall coordinate the activities of the NGOs in addition to disaster management and carrying out the relief programs.

e) Tribal law and community adjudication shall be within the jurisdiction of the Regional Council.

f) The Council shall be competent to grant License for heavy industries.

10. The Chittagong Hill Tracts Development Board shall discharge the assigned duties under the general and overall supervision of the Council. The Government shall give preference to the eligible tribal candidates in appointing the Chairman of the Development Board.
11. The Chittagong Hill Tracts Regulation of 1900 and other related Acts, Rules and Ordinances being found inconsistent with the Local Government Council Acts of 1989, it shall be removed by law as per advice and recommendations of the Regional Council.
12. Until the formation of the Regional Council through direct and indirect election, the Government shall be competent to constitute an interim Regional Council and to empower it to discharge the responsibilities of assignable to the Council.
13. In making any law in connection with Chittagong Hill Tracts, the Government shall enact such law in consultation with and as per advice of the Regional Council. If it becomes necessary to amend any law which bears an adverse effect on the development of the three hill districts and welfare of the tribal people or to enact new law, the Council shall be competent to apply or submit recommendations to the Government.
14. The sources of the Council Fund shall be as follows:

    a) Money received from the District Council Fund;

    b) Money or profits received from all the properties vested in or managed by the Council;

    c) Loans and grants from the Government and other authorities;

    d) Grants given by any institution or person;

    e) Profits earned from the investments of the Council Fund;

    f) Any money received by the Council;

    g) Money received from other sources provided to the Council as per direction of the Government.

(D) REHABILITATION, GENERAL AMNESTY AND OTHER MATTERS:

In order to restore normalcy in the Chittagong Hill Tracts region and, to that end, in respect of the works and matters of rehabilitation, general amnesty and allied issues, both the parties have been arrived at the following consensus and agreed to undertake programs as follows:

1. With a view to bringing the tribal refugees staying in the Tripura State of India back to the country, an agreement was signed on the 9th day of March,'97 at Agartala of Tripura State between the Government and the Leaders of tribal refugees. In pursuance of that Agreement, the tribal refugees started coming back to the country since 28th day of March,'97. This process shall remain un-hindered and to that end all possible cooperation shall be given from the end of the Jana Samhati Samiti. After ascertaining the identity of the Internally Displaced Persons of the three hill districts, rehabilitation measures shall be undertaken through a Task Force.
2. After the signing the Agreement between the Government and the Jana Samhati Samiti and implementation thereof and rehabilitation of the tribal refugees and internally displaced tribals, the Government shall, as soon as possible, commence, in consultation with the Regional Council to the constituted under this Agreement, the Land Survey in Chittagong Hill Tracts and finally determine the land-ownership of the tribal people through settling the land-disputes on proper verification and shall record theirs land and ensure their rights thereto.
3. In order to ensure the land-ownership of tribal families having no land or lands below 2 (two) acres, the Government shall, subject to availability of land in the locality, ensure settling 2 (two) acres of land per family. In the event of non-availability of required land, grove-lands shall be tapped.

4. A Commission (Land Commission) shall be constituted under the leadership of a retired Justice for settlement of disputes regarding lands and premises. This Commission shall, in addition to early disposal of land disputes of the rehabilitated refugees, have full authority to annul the rights of ownership of those hills and lands which have been illegally settled and in respect of which illegal dispossession has taken place. No appeal shall be maintainable against the judgment of this Commission and the decision of this Commission shall be deemed to be final. This provision shall be applicable in case of Fringe-lands.
5. This Commission shall be constituted with the following Members:
   a) Retired Justice;
   b) Circle Chief (concerned)
   c) Chairman/Representative of the Regional Council;
   d) Divisional Commissioner/Additional Commissioner;
   e) Chairman of the District Council (concerned).
6. a)The tenure of office of the Commission shall be three years. But its tenure shall be extendible in consultation with the Regional Council.
   b)The Commission shall resolve the disputes in consonance with the law, custom and practice in force in the Chittagong Hill Tracts.
7. The loans which were taken by the tribal refugees from Government agencies, but could not be properly utilized on account of the state of belligerency, shall be remitted along with interest.
8. Land allocation for rubber and other plantation: Out of the lands allotted to non-tribal and non-local persons for rubber and other plantations, the lease (allocation) in respect of the lands of those who did not undertake any project during the last ten years or did not properly utilize the lands shall be cancelled.
9. The Government shall allocate additional finance on priority basis for the implementation of increased number of projects towards developments in the Chittagong Hill Tracts. The Government shall implement new Project on priority basis for the construction of required infrastructure for the development of the region and shall allocate necessary finance to this end. Keeping in view the environment of this region, the Government shall encourage the development of tourism facilities for the tourists, indigenous and foreign.
10. Quota reservation and stipend grant: The Government shall maintain the quota system for the tribals in respect of government service and in institutions for higher studies until their attainment of parity with other regions of the country. To the aforesaid end, the Government shall grant increased number of stipends for the tribal male and female students in the educational institutions. The Government shall provide necessary scholarships for higher education and research in foreign countries.
11. The Government and the Elected Representatives shall strive to uphold the characteristics of tribal creed and culture. The Government shall patronize and help the cultural activities of the tribes towards their efflorescence at national level.
12. The Jana Samhati Samiti shall, within 45 (forty five) days of the signing of this Agreement, submit lists of all its members to the Government including the armed ones, and the particulars of arms and ammunitions in its possession and within its control.
13. The Government and the Jana Samhati Samiti shall, within 45 (forty-five) days of the signing of this Agreement, jointly determine the date, time and place for deposit of arms. After the determination of the date and place for deposit of arms and ammunitions of the listed members of Jana Samhati Samiti, all sorts of security shall be provided for the return of the members of Jana Samhati Samiti as per list also of their family members to normal life.
14. The Government shall declare amnesty for those members who will deposit arms and ammunitions on the scheduled date. The Government shall withdraw all those cases which were lodged against them.
15. In the event of any person's failing to deposit arms within the specified time limit, the Government shall take legal action against such a person.

16. A general amnesty shall be given to all the members of the Jana Samhati Samiti after their return to normal life and a general amnesty shall also be given to all the permanent inhabitants connected with the activities of the Jana Samhati Samiti.

a) For the purpose of rehabilitating the returning members of the Jana Samhati Samiti, Taka 50,000/00 per family shall be given at a time.

b) After deposit of arms and return to normal life of all such members, including the armed ones, of the Jana Samhati Samiti against whom cases were filed, warrants of arrest were issued, 'hulias' were published or sentence was given on trial in absentia, as against them all cases shall be withdrawn, warrants of arrest and 'hulias' shall be called back and sentence given in absentia shall be remitted as early as possible. If any member of the Jana Samhati Samiti is in Jail, he too shall be set at liberty.

c) Similarly, after deposit of arms and return to normal life, no case shall be filed against or punishment be given to or arrest be made of any person merely on account of his/her being a member of the Jana Samhati Samiti.

d) The loans which were taken by such members of the Jana Samhati Samiti from Government Banks and Establishments, who could not have utilized such loan properly on account of the state of belligerency, shall be remitted with interest.

e) Those of the returned members of the Jana Samhati Samiti, who were previously in the service of the Government or of government organizations shall be reinstated to their respective posts and the members of the Jana Samhati Samiti and members of their families shall be given employment in accordance with their qualification. In this respect, government policy regarding relaxation of age-bar for them shall be followed.

f) Priority shall be given to the members of the Jana Samhati Samiti in giving bank loans on simple terms with a view to helping their self-employment generating activities such as cottage industries, horticulture, etc.

g) Education facilities shall be provided to the children of the members of the Jana Samhati Samiti and their certificates obtained from foreign Boards academic Institutions shall be treated as valid.

17. a)After the signing and execution of the Agreement between the Government and the Jana Samhati Samiti and immediately after return of the members of Jana Samhati Samiti to normal life, all the temporary camps of the army, the Ansars and the Village Defence Party (VDP), excepting the Border Security Force (BDR) and permanent army establishment (being those three at the three district headquarters and those at Alikadam, Ruma and Dighinala), shall be taken back by phases from Chittagong Hill Tracts to permanent cantonments and the time-limit shall be fixed for its purpose. In case of deterioration of the law and order situation, in time of normal calamities and for similar other purposes, Army Forces may be deployed under the authority of the civil administration in adherence to Law and Rules as are applicable to all the other parts of the country. In this respect, the Regional Council may, in order to get the required or timely help make requests to the appropriate authority.

f) The lands and premises abandoned by the cantonments, the camps of the military and para-military forces shall be made over to their real owners or to the Hill District Councils.

18. Against all the posts of officers of all ranks and employees of different classes in government, semi-government, local government and autonomous bodies of the Chittagong Hill Tracts, the permanent dwellers of the Chittagong Hill Tracts shall be appointed, subject to priority being given to the tribals. But, in case of non-availability of a qualified person among the permanent dwellers of Chittagong Hill Tracts for any post, appointment may be made to such post on deputation from the Government or for a definite period.

19. A ministry on Chittagong Hill Tracts shall be established on appointing a Minister from among the tribals. The following Advisory Committee shall be constituted to lend support to this Ministry:

1) The Minister on Chittagong Hill Tracts;

2) The Chairman/Representative, Regional Council;

3) The Chairman/Representative, Rangamati Hill District Council;

4) The Chairman/Representative, Khagrachari Hill District Council;

5) The Chairman/Representative, Bandarban Hill District Council;
6) The Member of the Parliament, Rangamati;
7) The Member of the Parliament, Khagrachari;
8) The Member of the Parliament, Bandarban;
9) The Chakma Raja
10) The Bohmong Raja
11) The Mong Raja
12) Three non-tribal Members nominated by the Government from amongst the permanent residents of the three hill districts.

This Agreement is prepared in the aforesaid manner in Bengali language and executed and signed in Dhaka on Agrahayan 18, 1404 corresponding to December 2, 1997.

On Behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh
Sd/Illegible
(Abul Hasanat Abdullah)
Convenor,
National Committee on Chittagong Hill Tracts, Government of Bangladesh

On Behalf of the inhabitants of Chittagong Hill Tracts
Sd/Illegible
(Jyotirindra Bodhipriya Larma)
President,
Parbatya Chattgram Jana Samhati Samiti

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির কয়েক দফা সংলাপের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ৪ (চার) খন্ডে বিভক্ত। ক খন্ডে ৪ (চার) টি, খ খন্ডে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, গ খন্ডে ১৪ (চৌদ্দ)টি এবং ঘ খন্ডে ১৯ (উনিশ)টি সর্বমোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ধারা রয়েছে।

ইহার ক খন্ডের ধারা, ১, ২, ৩ ও ৪, 'খ' খন্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩; 'গ' খন্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, এবং 'ঘ' খন্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ ধারা মোট ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত; 'খ' খন্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪, 'গ' খন্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, 'ঘ' খন্ডের ৪, ৬, ১৭, ১৮ নম্বর মোট ১৫ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং 'খ' খন্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; 'গ' খন্ডের ১১, ১৩ 'ঘ' খন্ডের ২, ৩, ৭, ৯, নম্বর ধারা মোট ৯ টি ধারা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরুপ ১৫-০৭-১৯৯৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়এর সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারা অনুযায়ী বিবৃত করা হলো:

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. ১	উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নঅর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।	সরকারের রুপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। (বাস্তবায়িত)

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. ২	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র এর বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলি, রীতি সমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে।	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে পরিবর্তিত করে জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং ভূমি কমিশন আইন ২০০১ জারি করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
ক. ৩	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে : (ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য আহ্বায়ক (খ) এ চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সদস্য (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সদস্য	২৫-০৫-২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি গঠনের পর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২২/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ১২ টি ধারায় সংশোধনীর পক্ষে সুপারিশ করা হয়।পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা অনুসারে সর্বশেষ গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন(সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। (বাস্তবায়িত)
ক. ৪	এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।	পর্যায়ক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কাজ চলছে। (বাস্তবায়িত)
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ জারি করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
খ.১	পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
খ.২	''পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ"এর নাম সংশোধন করে তৎপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ"নামে অভিহিত হবে।	পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সমূহ সংশোধন করে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নামকরণ করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
খ.৩	''অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারনতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
খ.৪	(ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকবে এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হবে। (খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	মোতাবেক বলবৎ থাকবে। (গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে- "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না"।	ঐ এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন পর্যালোচনাক্রমে "পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের চাকুরীসহ সকল প্রয়োজনে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন" মর্মে আইনগত মতামত ব্যক্ত করেছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.৫	৭ নম্বর ধারায় বর্নিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যাক্তি তাঁর কার্যভার গ্রহনের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবে। ইহা সংশোধন করে "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবেন-অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.৬	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.৭	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলোর প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.৮	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শুন্য হলে বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত
খ.৯	বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবেঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩)কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষনা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় ভূমি মালিকানার বিষয়টি ভূমি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে বিধায় পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারন হয়নি। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এর্টণী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্বেও মতামত পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ২১/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
		তাগিদপত্র-১২ প্রদান করা হয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.১০	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.১১	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগন কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত
খ.১২	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে। অনরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করলে বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৩	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধার (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৪	(ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
	(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করো নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে"।	চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।
	(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এ সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্থ, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। বাস্তবায়িত

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
খ.১৫	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৬	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৭	(ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকবে। (খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুয়ায়ী হবে বলে উল্লেখিত হবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৮	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে।	বাস্তবায়িত
খ.১৯	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে ঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে না হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় স্ব স্ব অফিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.২০	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.২১	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করতে পারবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরূপ প্রমাণ লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।	বাস্তবায়িত
খ.২২	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে" শব্দগুলো বাতিল করে তদপরিবর্তে "এ আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.২৩	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি	বাস্তবায়িত

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	প্রতিস্থাপন করা হবে।	
খ. ২৪	(ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্মোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হবে ঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরে সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অধিকার বজায় রাখতে হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে ০৪/৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত স্বঃমঃ/পু-২/বিবিধ-১/২০০৫ /৯৮০ নং স্মারকে উপ-জাতীয় পুরুষ প্রার্থীদের উচচতার ক্ষেত্রে ৫'-৬" এর স্থলে ৫'-৪" শিথিলকরণ এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা বিদ্যমান ৫'-২" রাখার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
	(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে'' শব্দগুলা বাতিল করে তৎপরিবর্তে '' যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী'' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত
খ.২৫	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলো বলবৎ থাকবে।	বাস্তবায়িত
খ.২৬	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারাটি প্রণয়ন করা হবে। (ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্টীয় শিল্প কারাখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীতপাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/২০০০-২৮০, তারিহঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক ভূমি বন্দবস্ত স্থগিত রয়েছে।
	(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।	(খ) চলমান
	(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।	(গ) চলমান
	(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।	(ঘ) চলমান

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
খ.২৭	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিধানের প্রয়োগ হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.২৮	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ, নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।	শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
খ.২৯	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করবার বিশেষ অধিকার থাকবে।	তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় ৯/৫/১১ তারিখে ০৭.১৩০.০২২.০০.০০.০১৮.২০১০ -৩০ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি জেলা পরিষদসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রবিধানের বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা গত ১৮/০৯/২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ০৫/১২/১২ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরনের জন্য গত ০৫/১২/২০১২ তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে তথ্যাদি এখন পর্যন্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। (চলমান)
খ.৩০	(ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে'' শব্দগুলো বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''করতে পারবে'' এ শব্দগুলোর পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষন করে তা হলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে। (খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লিখিত ''পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান ক্ষমতা অর্পণ''- এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
খ.৩১	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ.৩২	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হবার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এ আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।	বাস্তবায়িত
খ.৩৩	(ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর ''শৃংখলা'' শব্দটির পরে ''তত্বাবধান'' শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে। (খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সংযোজন করা হবেঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। (গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারার ''সংরক্ষিত বা'' শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত
খ. ৩৪	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবে: ক. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ. পুলিশ (স্থানীয়); গ. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ. যুব কল্যাণ; ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ. স্থানীয় পর্যটন; ছ. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ. স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ. কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ. জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট. মহাজনী কারবার; ঠ. জুম চাষ।	আংশিক বাস্তবায়িত। রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় ২৩টি বিষয়/বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ২২টি বিষয়/বিভাগ, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২১টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে আরো ৪টি বিষয় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (রাঙ্গামাটি), খ. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, গ. প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর (মাধ্যমিক শিক্ষা), ঘ. ভকেশনাল (কারিগরি বৃত্তিমূলক ইন্সটিটিউট উক্ত ৪টি বিষয়ের বর্তমান অবস্থহা নিম্নরূপঃ প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (রাঙ্গামাটি) হস্থান্তরের বিষয়ে ত্বরান্বিত করার জন্য গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ডি. ও লেটার দেয়া হয়েছে। এছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর (মাধ্যমিক শিক্ষা), ভকেশনাল ট্রেনিং স্কুল খাগড়াছড়ি (কারিগরি বৃত্তিমূলক) জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল খাগড়াছড়ি সংশ্লিস্ট জেলা পরিষদে হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.৩৫	দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ (ক) অযান্ত্রিক যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি ;	চলমান

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	(খ) পণ্য ক্রয়-ক্রিয়ের উপর কর; (গ) ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর; (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ; (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; (ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদেশ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালিটর অংশ বিশেষ; (ঞ) ব্যবসার উপর কর ; (ট) লটারীর উপর কর; (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর;	
গ. ১	পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।	বাস্তবায়িত
গ. ২	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগনের দ্বারা পরোক্ষভাবে এ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।	এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দেয়া হলে উক্ত বিভাগ জানিয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে ৩টি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত ৩ জন চেয়ারম্যানকে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন নাম উল্লেখ পূর্বক উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণের কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গকে উপমন্ত্রী বা অন্য কোন পদমর্যাদা প্রদান করা হয়নি কারন তারা নির্বাচিত নন। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলায় এখনও কোন চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৩	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হবেঃ চেয়ারম্যান- ১ জন সদস্য উপজাতীয় পুরুষ- ১২ জন সদস্য উপজাতীয় মহিলা - ২ জন সদস্য অ-উপজাতীয় পুরুষ- ৬ জন	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	সদস্য অ-উপজাতীয় মহিলা- ১ জন উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে , ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈংগ্যা উপজাতি হতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন।	
গ.৪	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩(তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এক তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৫	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৬	পরিষদের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরুপহবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থ মন্ত্রণালয় হইতে সাহায্য মঞ্জুরী (বাজেট) প্রদান করা হয়। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৭	পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতূল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এ পদে নিযুক্তির জনা উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	বাস্তবায়িত
গ.৮	(ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তা হলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। (খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।	বাস্তবায়িত
গ.৯	(ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। ইহা	বাস্তবায়িত

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। (খ) এ পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। (গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্বাবধান করতে পারবে। (ঘ)পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে। (ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। (চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	
গ. ১০	পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রধিকার প্রাদান করবেন ।	বাস্তবায়িত
গ. ১১	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শে ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যা মাননীয় সুপ্রীম কোর্টে আপীল অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় আইনের অসংগতি সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। (চলমান)
গ.১২	পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারেন।	বাস্তবায়িত
গ.১৩	সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রনয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগনের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।	এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। (চলমান)
গ.১৪	নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন করা হবেঃ (ক) জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ;	বাস্তবায়িত

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা; (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।	
ঘ. ১	ভারত প্রত্যাগত ও তিন পার্বত্য জেলার আভ্যান্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিদিষ্ট করণের লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাস্তবায়িত
ঘ. ২	সরকার ও জনসংহতির সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন ও এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যান্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্রগ্রমে ভুমি জরিপ কাজ শুরুএবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগনের ভূমি মলিকানা চুড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ড ভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।	ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরুহয়নি। ভূমি কমিশন প্রথমত ভূমির বিবাদ নিস্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে। (চলমান)
ঘ. ৩	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষ বন্দবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।	তিন পার্বত্য জেলার বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বিগত ২৩/১০/২০০১ তারিখ থেকে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীত পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/ ২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বন্দবস্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। (চলমান)
ঘ. ৪	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণে পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনে থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবেনা এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।	১৯-০৭-২০০৯ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কোন বিচারপতি নিয়োগ করা বা বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হয়নি। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলার জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিক কমিশন আইন, ২০০১ এর ২৩ টি ধারা সংশোধন/সংযোজনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রস্তাব প্রেরণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহব্বায়ক এর সভাপতিত্বে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৩ টি ধারা সংশোধনের বিষয়ে চুড়ান্ত বিল প্রস্তুত করে গত ২৫/০৬/২০১২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ভূমি

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
		মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা অনুসারে গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন(সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। (আংশিক বাস্তবায়িত)
ঘ. ৫	এই কমিশন নিম্মোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হবে: ক. অবসারপাপ্ত বিচারপতি: খ. সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট): গ. আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি ঘ. বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার: ঙ. জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান:(সংশ্লিষ্ট)।	বাস্তবায়িত
ঘ. ৬	ক. কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। খ. কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করবেন।	(ক) বাস্তবায়িত (খ) ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভূক্ত। (চলমান)
ঘ. ৭	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফ করণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয় । সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ৩১/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণায় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। (চলমান)
ঘ. ৮	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্ল্যান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করে নাই সে সকল জমি বন্দবস্ত বাতিল করা হবে।	বাস্তবায়িত
ঘ. ৯	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এ উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।	বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসামরিক পর্যটন সচিব উপস্থিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয় হতে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া গত ১৮/৪/১১ ইং তারিখে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
		ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরী করণ। (চলমান)
ঘ. ১০	কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পযন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ ছাত্রীর জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১১	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১২	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলা বারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১৩	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারন করবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১৪	নির্ধরিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১৫	নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	বাস্তবায়িত
ঘ. ১৬	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। ক. জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হবে। খ. জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান	বাস্তবায়িত ক) বাস্তবায়িত খ) বাস্তবায়িত।

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	করা হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাকে ও মুক্তি দেয়া হবে।	
	গ. অনরুপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না।	(গ) বাস্তবায়িত
	ঘ. জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	(ঘ) আংশিক বাস্তবায়িত প্রাথমিকভাবে মোট ১৩৬১ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফ করণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয় । সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ৩১/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণায় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
	ঙ. প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার সদ্যস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরন করা হবে।	(ঙ) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন
	চ. জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমুলক কাজের সহায়তা জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	(চ) বাস্তবায়িত
	ছ. জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হবে।	(ছ) বাস্তবায়িত
ঘ. ১৭	ক. সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলার সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারন করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে	(ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ধারা নং	চুক্তির বিষয়	বাস্তবায়ন অবস্থা
	অনুরোধ করতে পারবেন। খ. সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।	(খ) বাস্তবায়িত
ঘ. ১৮	পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নিদিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে
ঘ. ১৯	উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি করা হবে।	বাস্তবায়িত





তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

৩.১ ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮(১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে বিগত ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগাম চুক্তি অনুসারে ২৭ মে ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরুকরে।

৩.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কর্মপরিধি

ক. পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বধান ও সমন্বয়।

খ. পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যাবলীর সার্বিক তত্ত্বাবধান;

ঘ. পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

ঙ. উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;

চ জাতীয় শিল্পনীতির সহিত সংহতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান;

ছ. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮(১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর সাথে পরামর্শক্রমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিধিমালা, ২০১৩' জারি করেছেন।

৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যান এর উপর ন্যাস্ত এবং এই ক্ষমতা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিপালিত হবে। পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে গঠিতঃ

১. চেয়ারম্যান
২. ১২(বার) জন উপজাতীয় সদস্য
৩. ০৬ (ছয়) জন অ-উপজাতীয় সদস্য
৪. ০২ (দুই) জন উপজাতীয় মহিলা সদস্য
৫. ০১(এক) জন অ–উপজাতীয় মহিলা সদস্য
৬. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) সদস্য।

৩.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বর্তমান সদস্যগন

(১)	শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা	চেয়ারম্যান
(২)	শ্রী উষাতন তালুকদার	সদস্য
(৩)	শ্রী মংনুচিং মারমা	সদস্য
(৪)	শ্রী থৈম্রাচিং চৌধুরী	সদস্য
(৫)	শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা	সদস্য
(৬)	শ্রীমতি উনুপ্রু	সদস্য
(৭)	জনাব মো: ইউসুফ	সদস্য
(৮)	জনাব মো: জাফর আহমদ	সদস্য
(৯)	শ্রী গৌতম কুমার চাকমা	সদস্য
(১০)	শ্রী স্নেহকুমার চাকমা	সদস্য

(১১)	শ্রী কাজল কান্তি দাশ	সদস্য
(১২)	শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা	সদস্য
(১৩)	জনাব মো: মফিকুর রহমান	সদস্য
(১৪)	শ্রী লয়েল ডেভিড বম	সদস্য
(১৫)	শ্রীরক্তোৎপল ত্রিপুরা	সদস্য
(১৬)	বেগম রওশন আরা বেগম	সদস্য
(১৭)	শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা	সদস্য
(১৮)	জনাব নুরুল আলম	সদস্য
(১৯)	জনাব মাহবুবুর রহমান	সদস্য
(২০)	শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান	সদস্য
(২১)	ডা: নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
(২২)	শ্রী কে এস মং মারমা	সদস্য
(২৩)	চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ(পদাধিকারবলে)	সদস্য
(২৪)	চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ(পদাধিকারবলে)	সদস্য
(২৫)	চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ(পদাধিকারবলে)	সদস্য

পরিষদে একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আছেন। এছাড়া দুইজন নির্বাহী কর্মকর্তা ও চারটি শাখায় চারজন সহকারী নির্বাহী

৩.৫ দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর এর বর্ণনা

(১) ০৮-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ILO কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ পরিষদের সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রীমতি সুবর্না চাকমা অংশগ্রহণ করেন।

(২) ০৫-১৫ মে, ২০১৩ তারিখে UNDP এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত শিক্ষা সফরে এ পরিষদের সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রীমতি সুবর্না চাকমা অংশগ্রহণ করেন।

৩.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কমিটি সমূহ

কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী
ক. সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি ১. শ্রী উষাতন তালুকদার- আহ্বায়ক ২. শ্রী কেএস মং মারমা-সদস্য ৩. জনাব মাহবুবুর রহমান- সদস্য	১. পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন তত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন। ২. পার্বত্য জেলার আইনশৃঙ্খলা তত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন।	১. পার্বত্য জেলার আইনশৃঙ্খলা তত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন। ২. পুলিশ (স্থানীয়)
খ. আইন, ভূমি ও স্থানীয় পরিষদ বিষয়ক কমিটি ১. শ্রী গৌতম কুমার চাকমা- আহ্বায়ক ২. জনাব শফিকুর রহমান - সদস্য ৩. শ্রী উষাতন তালুকদার- সদস্য ৪. জনাব নুরুল আলম- সদস্য	১. আইন, বিধি ও প্রবিধান সংক্রান্ত। ২. পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন।	১. পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন, বিধি ও প্রবিধান। ২. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা । ৩. জুম চাষ।
গ. উন্নয়ন ও পর্যটন বিষয়ক কমিটি ১. শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা- আহ্বায়ক	১. পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন।	১. স্থানীয় পর্যটন। ২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী
২. শ্রী লয়েল ডেভিড বম - সদস্য ৩. শ্রী থৈম্রাচিং চৌধুরী- সদস্য ৪. শ্রী কাজল কান্তি দাশ- সদস্য	২. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলী সার্বিক তত্বাবধান ।	
ঘ. শিক্ষা সংস্কৃতি ও উপজাতীয় বিষয়ক কমিটি ১। শ্রী স্নেহকুমার চাকমা- আহ্বায়ক ২। শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা- সদস্য ৩। শ্রী থেম্রাচিং চৌধুরী- সদস্য	১. উপজাতীয় রীতিনীতি এবং সামাজিক বিচার তত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।	১. শিক্ষা ২. সংস্কৃতি। ৩. উপজাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার।
ঙ. কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন বিষয়ক কমিটি ১। শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা- আহ্বায়ক ২। জনাব মোঃ ইউসুফ- সদস্য		১. কৃষি ২. মৎস্য ৩. পশুপালন।
চ. সমাজ কল্যান ও সমবায় বিষয়ক কমিটি ১। শ্রীমতি উনু প্রু চৌধুরী- আহ্বায়ক ২। শ্রী লয়েল ডেভিড বম- সদস্য ৩। বেগম রওশন আরা বেগম- সদস্য		১. সমাজ কল্যান। ২. সমবায়।
ছ। স্বাস্থ্য ও যুব বিষয়ক কমিটি ১। ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা- আহ্বায়ক ২। শ্রী মংনুচিং মারমা- সদস্য ৩। শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান- সদস্য		১. স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ২. যুবকল্যান।
জ. বন ও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কমিটি ১। জনাব নুরুল আলম- সদস্য ২। জনাব জাফর আহমেদ- সদস্য ৩। শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা- সদস্য		
মাননীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকিবে	১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা। ২. এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয়সাধন। ৩. ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান। ৪. অর্থ। ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী ।	১. স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান। ২. পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্যান্য কার্যাবলী।

কর্মকতার পদ আছে। সর্বমোট ৭৩ (তিয়াত্তর) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এ পরিষদ মূলতঃ নিম্নোক্ত চারটি শাখার মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

(১) প্রশাসন ও সেবা শাখা: এ শাখায় জনকল্যাণার্থে প্রশাসনিক ও সেবামূলক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

(২) উন্নয়ন শাখা: উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং যাবতীয় এনজিও সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(৩) অর্থ শাখা: এ শাখা পরিষদের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

(৪) আইন ও ভূমি শাখা: আইন ও ভূমি সংক্রান্ত এবং মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

৩.৭ ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত সভা

ক্রমিক নং	সভাসমূহ	তারিখ	স্থান
০১	৫৭তম	২২/১১/২০১২	পরিষদের সভাকক্ষ
০২	৫৮তম	৩০/১২/২০১২	পরিষদের সভাকক্ষ
০৩	৫৯তম	২২/০৫/২০১৩	পরিষদের সভাকক্ষ
০৪	৬০তম	২৬/০৬/২০১৩	পরিষদের সভাকক্ষ

৩.৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের বিবরণী

অর্থনৈতিক কোড	বিস্তারিত খাতসমূহ	২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকৃত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
৫৯০১	সাধারণ মঞ্জুরী			
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১৩,৮৫,০০০.০০	১০,৫৪,৯৩৮.০০	৩,৩০,০৬২.০০
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪৬,৫০,০০০.০০	৪১,৪৭,৬০২.৬১	৫,০২,৩৯৭.৩৯
৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩৭,০০,০০০.০০	৩৫,৯৩,৯৬২.৭৩	১,০৬,০৩৭.২৭
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৫০,০০০.০০	১২,৮৪০.০০	৩৭,১৬০.০০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	১১,৫৮,০০০.০০	৮,২২,৩১৩.০০	৩,৩৫,৬৮৭.০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৭,০০,০০০.০০	৩,৬৩,৬০০.০০	৩৬,৪০০.০০
৪৭২১	পাহাড়ী ভাতা	১৭,৬৪,০০০.০০	১২,৫৮,৭৩১.২৯	৫,০৫,২৬৮.৭১
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৩২,০০০.০০	৩২,০০০.০০	০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	৪৮,০০০.০০	৪৮,০০০.০০	০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	১,১০,০০০.০০	৮৬,৫১০.০০	২৩,৪৯০.০০
৪৭৬১	ভ্রমণ ভাতা	৭,০০,০০০.০০	৬,৯৪,১৮৭.০০	৫,৮১৩.০০
৪৭৬৯	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৪,৫০,০০০.০০	৪,৪৯,৮৩০.০০	১৭০.০০
৪৭৭৩	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	০০
৪৭৯৩	টেলিফোন ভাতা	৫,০৪,০০০.০০	৫,০৪,০০০.০০	০০
৪৭৯৪	মোবাইল ভাতা/সেলুলার টেলিফোন ভাতা	৫,০০০.০০	০০	৫,০০০.০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা (প্রেষণ ও বিশেষ ভাতাসহ)	৪,২৭,০০০.০০	৩,৫৫,৮৬৩.৫১	৭১,১৩৬.৪৯
৪৮০৬	অফিস ভাড়া	১৫,০০,০০০.০০	১৩,০৮,৪৩২.০০	১,৯১,৫৬৮.০০

অর্থনৈতিক কোড	বিস্তারিত খাতসমূহ	২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকৃত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
৪৮১৫	ডাক	৫০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২০,০০০.০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	১,৯৬,০০০.০০	৯৯,২৭২.০০	৯৬,৭২৮.০০
৪৮১৯	পানি	৫০,০০০.০০	৩০,৬০০.০০	১৯,৪০০.০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪,৫০,০০০.০০	৪,৩৭,০১২.০০	১২,৯৮৮.০০
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	২০,৮৬,০০০.০০	২০,৮৪,৫২৮.০০	১,৪৭২.০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৫,৫০০.০০	৪,৫০০.০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	৮,৫০,০০০.০০	৮,৪৯,৪৫২.০০	৫৪৮.০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩,০০,০০০.০০	২,৫৫,২১৭.০০	৪৪,৭৮৩.০০
৪৮৩৬	ইউনিফরমস	৭০,০০০.০০	৬৩,৪৭৫.০০	৬,৫২৫.০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৫,২৫,০০০.০০	৪,৮৬,১১২.০০	৩৮,৮৮৮.০০
৪৮৪৬	পরিবহণ ব্যয়	৭,০০,০০০.০০	৬,৯২,১৭৫.০০	৭,৮২৫.০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৩,৫০,০০০.০০	১,৯৬,০০০.০০	১,৫৪,০০০.০০
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	২৫,২০,০০০.০০	২৫,২০,০০০.০০	০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ)	১,৭০,০০০.০০	১,৬৯,৮৮৬.০০	১১৪.০০
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ			
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১৫,৫০,০০০.০০	১৫,৪৯,৯২৮.০০	৭২.০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১,৫০,০০০.০০	১,৪৯,৪১০.০০	৫৯০.০০
৪৯২৬	আবাসিক ভবন	৩,১৫,০০০.০০	৩,১৫,০০০.০০	০০
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী			
৫৯২৫	কল্যাণ অনুদান (সি, পি, এফ)	১০,৫০,০০০.০০	৮,৮৯,৫৫৫.০০	১,৬০,৪৪৫.০০
৫৯৫৩	সেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০.০০	৩,০০.০০০.০০	০০
৬৮১৫	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	০০	০০	০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	১,৫০,০০০.০০	১,৪৮,৮০০.০০	১,২০০.০০
	সর্বমোট	**৩,০৩,৬৫,০০০.০০**	**২,৭৬,৪৪৭৩২.১৪**	**২৭,২০,২৬৭.৮৬**



চতুর্থ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৪.১ ভূমিকা

১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) অঞ্চলে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ থেকে যায়। এর প্রেক্ষিতে সরকার পার্বত্য অঞ্চলে "আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" এ ধারণার আলোকে ১৯৭৬ সালে ৭৭ নং অধ্যাদেশ বলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড এ অঞ্চলে কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে আরো গতিশীল করতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তন্মধ্যে সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প, রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প এবং সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ অন্যতম। বর্তমানে পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে দারিদ্র্য যেমন নিরসন হচ্ছে তেমনি জনগণের আয় এবং জীবনযাত্রার মান ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে জনপ্রতিনিধির উপর বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্বভার অর্পণ করায় এ অঞ্চলের জনগণের প্রত্যাশা অনুসারে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন তথা কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমাজ কল্যাণ, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নসহ আয়বর্ধনমূলক খাতে নিষ্ঠার সাথে বহুমূখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

এ ছাড়াও বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নকল্পে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইসিটি ভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বেকার জনগোষ্ঠীকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে রূপান্তর করে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করাই এর মূল লক্ষ্য।

৪.২ বোর্ডের কার্যক্রম

১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক, যোগাযোগ , কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ড নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৩ বোর্ডের কর্মপদ্ধতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;
২. উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোর জন্য প্রতিটি অনুর্ধ ২৫.০০ লক্ষ টাকার স্কিম অনুমোদন;
৩. অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিম সমূহ বাস্তবায়ন;
৪. অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিম সমূহ বাস্তবায়নকালীন তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
৫. বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত মোতাবেক অগ্রিম অর্থ প্রদান;
৬. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সহায়ক/প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান এরূপ কার্যাবলী সম্পাদন।

৪.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের গঠন প্রণালী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ নং ৭৭ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত ঃ-

১. সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান।
২. রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার তিন জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে সদস্য)।
৩. সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য (সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-বাস্তবায়ন)।

৪.৫ বর্তমান বোর্ড কমিটির সদস্যবৃন্দ

১. চেয়ারম্যান: জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি (প্রতিমন্ত্রী)
২. ভাইস-চেয়ারম্যানঃ জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে নির্মিত বান্দরবান সদরে বালাঘাটা ভরাখালের উপর প্রি-স্ট্রেস গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে রাখছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম. পি

৩. সদস্য- বাস্তবায়নঃ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব)
৪. সদস্য-অর্থঃ জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (উপ-সচিব)
৫. সদস্য-প্রশাসনঃ জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (উপ-সচিব)
৬. সদস্য-পরিকল্পনাঃ
৭. জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
৮. জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৯. জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প/স্কীম বাছাইকরণ এবং বাস্তবায়নে পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত "কনসালটেটিভ কমিটি" নামে একটি কমিটি আছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত হন। বোর্ডের কনসালটেটিভ কমিটি এর গঠন প্রণালী নিম্নরূপ ঃ-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে এ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন)।
২. তিনজন রাজা/সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের প্রতিনিধি- সদস্য।
৩. তিন পার্বত্য জেলার হতে একজন করে হেডম্যান - সদস্য।
৪. তিন পার্বত্য জেলার হতে একজন ইউনিয়ন করে পরিষদের চেয়ারম্যান - সদস্য।
৫. অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তিত্ব (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এবং সরকারের অনুমোদক্রমে)-সদস্য।

৪.৬ বোর্ডের কনসালটেটিভ কমিটির বর্তমান সদস্যবৃন্দের তালিকা

১.	চাক্‌মা চীফ/ প্রতিনিধি, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	সদস্য
২.	বোমাং চীফ/ প্রতিনিধি, রাজবাড়ী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
৩.	মং চীফ/ প্রতিনিধি, রাজবাড়ী, মানিকছড়ি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ
৪.	জনাব হুাফসু, হেডম্যান, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
৫.	জনাব জ্যোতিময় চাকমা, সহকারী হেডম্যান, বাঘাইছড়ি উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	ঐ
৬.	জনাব সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী, হেডম্যান, পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ
৭.	জনাব মফিজুল হক, চেয়ারম্যান, ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	ঐ
৮.	জনাব বিশ্বকল্যাণ চাকমা, চেয়ারম্যান, কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ, দীঘিনালা উপজেলা,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ
৯.	জনাব জলেক কান্তি তংচংগ্যা, চেয়ারম্যান, সদর ইউনিয়ন পরিষদ, বান্দরবান সদর উপজেলা বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
১০.	জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	ঐ
১১.	জনাব শ্রী অরুণ বিকাশ শীল, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	ঐ
১২.	জনাব হুমায়ুন মোরশেদ খান, মাটিরাংগা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৩.	জনাব ভূবন মোহন ত্রিপুরা, রামগড় উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৪.	জনাব আলহাজ খায়রুল বশর, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৫.	জনাব সুধাংশু চক্রবর্তী, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৬.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৭.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	ঐ
১৮.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	ঐ

৪.৭ বোর্ডের জনবল

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাজস্ব এবং প্রকল্পের জনবল সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

নং.	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (রাজস্ব)	১৫১	১২১	৩০	
২.	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (আইসিডিপি)	২৪০	২১১	২৯	
৩.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প	২০	০৯	১১	
৪.	পাবত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প	২৩	২৩	-	
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার বাগান ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প	২৬	২৫	০১	
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প	১৯	১১	০৮	
	সর্বমোট	**৪৭৯টি**	**৪০০টি**	**৭৯টি**	

৪.৮ উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন

২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সভা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বিষয়	স্থান	সভাপতি
০১	০৬/১১/২০১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	০৬/১১/২০১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০২	১০/১২/২০১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ে বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	১০/১২/২০১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০৩	০৭/০১/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	০৭/০১/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০৪	০৭/০২/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	০৭/০২/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০৫	১১/১৩/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	১১/১৩/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০৬	০৭/০৫/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
	০৭/০৫/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক উন্নয়ন সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুন কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)
০৭	১৯/০৮/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কনসালটেটিভ কমিটি সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
০৮	২০/০৮/২০১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড কমিটি সভা	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

৪.৯ ২০১২-১৩ অর্থ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

অনুন্নয়ন খাত: (হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)
১.	বেতন ও ভাতাদি	৪০,০৫৫.০০	৩৮,৭৪৭.০১
২.	সরবরাহ ও সেবা	১৩,৪১০.০০	১২,৮৮০.৮১
৩.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩,৫৮৩.০০	৩,৫১২.৩৮
৪.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৩,৬৬০.০০	৩,৬৬০.০০
৫.	সাহায্য ও মঞ্জুরী	১,১০০.০০	১,০৭৮.৭৮
৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩০০.০০	৩০০.০০
৭.	মূলধন মঞ্জুরী	১,০১০.০০	৯৮৭.৬৮
৮.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	৪৫০.০০	৪৪০.০০
	সর্বমোট	**৬৩,৫৬৮.০০**	**৬১,৬০৬.৬৬**

উন্নয়ন খাত: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	তারিখ		
			প্রাপ্তি	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা, কোড নং-৭০৩০ (১৯৭৬ ইং হতে)।	-	৪,০০০.০০	১০০%	৪,০০০.০০
২	মোট প্রকল্প- ৭৪৯ টি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা, (কোড নং - ৫০১০) মোট প্রকল্প ৮১ টি (চলতি প্রকল্প ৫২ টি এবং নতুন প্রকল্প ২৯টি)	২৬,৬৬৯.৮৫	৩,৫৭০.০০	৯৭.৯৭%	৩,৪৯৭.৬২
	সর্বমোট				**৭,৪৯৭.৬২**

৪.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা" (কোড-৭০৩০)- এর আওতায় ২০১২-১৩ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	সেক্টর	স্কিমের সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কিমের সংখ্যা	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	কৃষি	১২ টি	০৭ টি	৪৮.১২
২	যাতায়াত	২৬১ টি	১৪৮ টি	১,৩৬৩.৭৫
৩	শিক্ষা	১০৫ টি	৭২ টি	৬১১.৪০
৪	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৯ টি	০৭ টি	৩৬.৯৩
৫	সমাজকল্যাণ	২৬০ টি	১৮২ টি	১,৩৪৬.৯৬
৬	ভৌত অবকাঠামো	৯৯ টি	৬৫ টি	৫৩২.৮৪
৭	তিন পার্বত্য জেলা	০৩ টি	০৩ টি	৬০.০০
	সর্বমোট =	**৭৪৯ টি**	**৪৮৪ টি**	**৪,০০০.০০**

৪.১১ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ ও অগ্রগতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের জন্য কোড নং ৫০১০ এবং স্বল্প মেয়াদী কাজের জন্য কোড নং ৭০৩০ ব্যবহার করে থাকে। উভয় কোডের আওতায় কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ক্রিয়া ও সংস্কৃতি এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। বোর্ড সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এসব সেক্টরে উন্নয়নের লক্ষ্যের বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

কৃষি ও মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে পার্বত্যাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জায়গায় মাটির বাঁধ , স্লুইসগেইট, সেচ ড্রেইন, জলাধারা প্রভৃতি নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতায়াতের সুবিধা রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ, যাত্রী ছাউনী প্রভৃতি তৈরি করা হচ্ছে। এই অর্থ বছরে চলতি ও নতুন প্রকল্প মিলে প্রায় ১২ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ছোট বড় মিলে ১২০০ মিটার পর্যন্ত ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। যার ফলে ইউনিয়ন, উপজেলা ও সদরের সাথে জনগণের যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টিসহ এলাকায় উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জনগণের সুবিধার্থে একটি যাত্রী ছাউনীসহ, নদীর ঘাটের সিঁড়ি, বাজারে উঠার সিঁড়িসহ প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।

শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের ডরমিটরি, স্কুলের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রভৃতি সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চারটি আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই অর্থ বছরের দুই কোডের আওতায় বেশ কয়েকটি আবাসিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, পাশাপাশি পুরানো ছাত্রাবাস সংস্কার/পুনঃ সংস্কার,অসম্পূর্ণ ছাত্রাবাস সম্পন্ন এবং বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ের বিজ্ঞানাগার ও লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে গরীব মেধাবী প্রায় ৮১৩ জন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধ্যয়রত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া-সংস্কৃতি উন্নয়নেরও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এক অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রত্যেক বছরে ন্যায় এই বছরে ও তিন পার্বত্য জেলায় ক্রীড়া ও সংস্কৃতির আওতায় কনফারেন্স রুম, দ্বিতল ভবন, ক্লাবঘর ও অফিস ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।



বান্দরবানস্থ থানচি হতে ছান্দাক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৪৫ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (যুগ্ম-সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প রয়েছে তন্মধ্যে সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প, রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প, সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং উঁচুভূমি বন্দবস্তীকরণ প্রকল্প অন্যতম।

৪.১২ সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প

বর্তমান সরকার সারা দেশব্যাপী 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি তারই অনরুপ।

২০০৮- জুলাই ২০১৩ খ্রিঃ অগ্রগতি : ৬০০একর ফলজ বাগান সৃজন, ১২৫ টি ডেইরী ফার্ম স্থাপন ও ১০০ জন নারী উদ্যেক্তা সৃষ্টি সহ মোট ৪২৫ জন প্রান্তিক চাষী পরিবারের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

২০০৮-২০১৩ পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্তি : ২৮৫ লক্ষ টাকা।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ : ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

ব্যয় : ২৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নরুপ:

(১) সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পূনর্বাসিত খামার গ্রামের সকল খামারী তাদের নিজ নিজ বাগানে উৎপাদিত শাক-সব্জী, ফল মূল বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

(২) পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত এমব্রয়ডারী মেশিন আর প্রশিক্ষন দ্বারা প্রশিক্ষিত উদ্যেমী ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণ স্বহস্তে বিভিন্ন নকশাজাত কারুকার্য সামগ্রী প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

(৩) যেসব খামারীদের ডেইরী ফার্মের স্থাপনের জন্য গাভী বিতরণ করা হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশ গাভী বংশবৃদ্ধি করে এবং দুগ্ধ বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

প্রকল্পের আওতায় গত পাঁচ বছরে জেলাভিত্তিক পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যাঃ

জেলার নাম	বাগান সৃজন	ডেইরী ফার্ম স্থাপন	ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা	মোট পরিবার
বান্দরবান	১৫৫ পরিবার	৩৫ পরিবার	৩৭ পরিবার	২২৭ পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫ পরিবার	৬৫ পরিবার	৩৩ পরিবার	১৩৩ পরিবার
খাগড়াছড়ি	১৫ পরিবার	২৫ পরিবার	২৫ পরিবার	৬৫ পরিবার
সর্বমোট	২০৫ পরিবার	১২৫ পরিবার	৯৫ পরিবার	৪২৫ পরিবার

৪.১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক/দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচীর মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পটি তিন পার্বত্য জেলায় ৬০০ ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রেখে ১৯৯৯-২০০০ খ্রিঃ হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৭ সালে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কাজ সম্পন্ন হলেও উন্নয়নে গতিকে আরো বেগবান করার জন্য ২০০৮ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরুহয় যা এখনও চলমান।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহের বিবরণ : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্ধের অপ্রতুলতার কারণে শুধুমাত্র গ্যাপ ফিলিং-এর জন্য ২৪,০০০টি কমলা চারা এবং ৭,৫০০টি আম্রপালী আমের কলম কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয় : বরাদ্ধ-৩০.০০, ব্যয়- ২৯.২৫।

উপকারভোগীদের তথ্য : রুমা-২০০ পরিবার, থানছি-৭৫ পরিবার, বান্দরবান সদর-৬০ পরিবার, লামা-৪০ পরিবার, আলীকদম- ৫০ পরিবার, রাঙ্গামাটি সদর-৭৫ পরিবার। সর্বমোট ৫০০ পরিবার।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সমাজের, পরিবারের এবং সুফলভোগীদের মধ্যে যেরুপ পরিবর্তন এসেছে তার বিবরণ:

সূচক	পূনর্বাসনের পূর্বে (২০০৭)	পূনর্বাসনের পরে (২০১২)
আয়ের মাত্রা	বাৎসরিক ১০,০০০- ১৫,০০০ টাকা	বাৎসরিক ৩৫,০০০ - ৪৫,০০০ টাকা
ক্যালরী গ্রহণ	১২০০ কিলো ক্যালরী	২৩০০ কিলো ক্যালরী
চিকিৎসা	স্থানীয় বৈদ্যের নিকট থেকে চিকিৎসা গ্রহণ	আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ
শিশু শিক্ষা	তালিকা ভূক্তি-২০%	তালিকাভূক্তি - ৯০%
আবাসন	ছনের ঘর	টিনসেট ঘর
শ্রমের সুযোগ	বৎসরে ৩ (তিন) মাসেরও কম	বৎসরে ৯ মাস
চাষাবাদ পদ্ধতি	জুম চাষ (স্থানান্তরিত চাষাবাদ)	স্থায়ী চাষ
কমিউনিটি লিভিং	ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বসবাস করতো।	একত্রে বসবাস করা।
যোগাযোগ ব্যবস্থা	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী	দুষিত পানি ব্যবহার ও লেট্রিন ব্যবহার করা হতো না।	বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার ও স্ল্যাবলেট্রিন ব্যবহার।

৪.১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগী হয় এবং জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করার লক্ষ্যে রাবার বাগান সৃজন করে তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন করার লক্ষ্য স্থিত করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ:

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুন্ন রেখে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাগান সৃজনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৩০০টি নির্বাচিত পাহাড়-চাষী পরিবারকে বাগান সৃজনকল্পে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ:

ক) প্রকল্পের ছক অনুসারে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বান্দরবান সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে বাছাই কমিটির মাধ্যমে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ৩টি মৌজায় ৫০টি পাহাড়-চাষী পরিবারকে নির্বাচিত করে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।

খ) উল্লেখিত পরিবারসমূহের জমিগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং তেমন আয়ের উপায়ও ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী আয়ের পথ সৃষ্টিকল্পে বাগান সৃজনের জন্য অর্থ ও কারিগরী জ্ঞান না থাকায় আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তারা বাগান সৃজন করতে পারছিলেন না। ২০১০-২০১১ অর্থ বছর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্ব স্ব জমিতে ২.৫০ একর করে রাবার ও ০.৪০ একর করে উদ্যান বাগান সৃজনে সমর্থ হয়েছেন।

গ) ৪০টি পরিবারের বাগান এলাকায় ১টি করে খামারের আদলে ৪০টি বসত ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ) ৪০টি পরিবার প্রধানকে রাবার ও উদ্যান চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) আনুষ্ঠানিকভাবে রাবার ও উদ্যান চারা চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়:

প্রাপ্ত : ৩৫.০০ লক্ষ টাকা।
ব্যয় : ৩৪.৮৯ লক্ষ টাকা।

উপকার ভোগীদের তথ্য:

বান্দরবান সদর উপজেলায় ৩২৪নং চেমী মৌজা হতে ২০টি, ৩১৯নং রাজভিলা মৌজা হতে ২০টি ও ৩১০নং টংকাবতী মৌজা হতে ১০টি পরিবারসহ মোট ৫০টি সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচিত করা হয়েছে। পরিবারসমূহের সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজন নিম্নে দেওয়া হল:

		মৌজার নাম			
ক্রমিক নং	সম্প্রদায়	চেমী	রাজভিলা	টংকাবতী	মোট
১	মারমা	১৭টি	১৮টি	-	৩৫টি
২	চাকমা	০২টি	-	০৪টি	০৬টি
৩	তঞ্চংগ্যা	-	০২টি	-	০২টি
৪	ম্রো	-	-	০৩টি	০৩টি
৫	ত্রিপুরা	-	-	০৩টি	০৩টি
৬	খিয়াং	০১টি	-	-	০১টি
	মোট	২০টি	২০টি	১০টি	৫০টি

৪.১৫ সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য জেলার অনগ্রসর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে মৌলিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং তা যথাযথভাবে বিতরণ, বিশেষ করে মা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় মৌল সেবা প্রাপ্যতা ব্যহার ও মান উন্নয়ন এবং শিশুর যত্ন, সার্বিক বিকাশ, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, হাইজিন ও সুরক্ষা বিষয়ে পরিবার ও সমাজে একটি টেকসই আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্ধ, প্রাপ্তি ও ব্যয়:

খাত	বরাদ্দ	প্রাপ্তি	ব্যয়
মোট	৩,১৬২.০০	২,৫০৩.১০	২,১৬৫.১১
সরকারী অনুদান	১,৫২২.০০	১,৫২২.০০	১,১৯৩.৫২
প্রকল্প সাহায্য	১,৬৪০.০০	৯৮১.১০	৯৭১.৫৯

এই প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নে তালিকা তুলে ধরা হল:

প্রধান কার্যক্রম সমূহ	অর্জিত ফলাফল
পাড়াকেন্দ্র	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পাড়াকেন্দ্র সমূহ প্রকল্পের উপকার ভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন মৌল সেবা বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি উন্নয়ন, রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি সরবাহ, পয়ঃ ব্যবস্থা উন্নয়নসহ জীবন ধারণের জন্য যথোপযুক্ত আচরনে অভ্যস্থ করতে পাড়াকেন্দ্র সমূহ ভুমিকা রাখছে। ৩৫০০ বিদ্যমান পাড়াকেন্দ্র নিয়মিতভাবে চালু রাখা হয়েছে। আরো ৩০০ টি নতুন পাড়া কেন্দ্র নির্মানের জন্য পাড়া নির্বাচন, পাড়া কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে
প্রশিক্ষন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ ও কম্যুনিটির সামাজিক উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। পাড়াকর্মীগনকে মৌলিক ও সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পে বর্তমানে ৩৫০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাড়াকর্মী কর্মরত আছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩০০ জন পাড়া কর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষন, ৩৫০০ পাড়াকর্মীর অন জব প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে, ৩৩৬ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্ত সিনিয়র পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ সহসা শুরুহবে।
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	প্রকল্পভুক্ত ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরনের লক্ষ্যে পাড়াকেন্দ্রে ২ বছর মেয়াদী শিশু বিকাশ ও প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিশু বান্ধব পরিবেশে হেসে-খেলে-নেচে-গেয়ে শিশুরা বর্ণমালা, অংকের ধারনা, চারু ও কারু এবং পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। পাড়াকেন্দ্র উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ৩৫০০ পাড়া কেন্দ্রে ৬৫,৫৯০ জন শিশু প্রি-

প্রধান কার্যক্রম সমূহ	অর্জিত ফলাফল
	স্কুলে অধ্যয়নরত আছে। চলতি বছর প্রি-স্কুল উত্তীর্ণ ১৭,৫২৫ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মান উন্নয়ন	প্রতিরোধ যোগ্য রোগের সংক্রমন হ্রাস এবং এনিমিয়া প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ সালে ৫১৬৯ জন শিশু, ১৮,৪০৫ জন মহিলা ও ১৮৪২ জন গর্ভবর্তী মহিলাকে টিকা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ বরা হয়েছে এছাড়াও ৫৫৮ জন প্রকল্প কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে DNI বিষয়ক প্রশিক্ষন দান ও ২৫২০টি পাড়া কেন্দ্রে আয়রন টেবলেট, ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরন করা হয়েছে।
শিশু সুরক্ষা	২০১২-২০১৩ অর্থসালে ৩৩০ টি পাড়া কেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় উদ্দীষ্ট জনগোষ্টির ১০০% জন্ম নিবন্ধন, কিশোরীদের জীবন নির্বাহী সক্ষমতা সৃজন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
পানি ও পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৮০ টি পাড়া কেন্দ্রে Hand washing station স্থাপন এর মাধ্যমে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে, ২৫০০ সেট স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন বিতরন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার ও হাইজিন প্রমোশন মূলক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
আবাসিক বিদ্যালয়	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। ম্রো, খুমী, খিয়াং, ত্রিপুরা, মারমা, বম সম্প্রদায়ের ৭০০ জন শিক্ষার্থী খাদ্য, আবাসন, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ, বিনা মূল্যে প্রাপ্তিসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করছে। বিদ্যালয় সমূহ থেকে এ পর্যন্ত ৪৮৭ শিক্ষার্থী এস, এস, সি পাশ করছে।

৪.১৬ ৫০১০ কোডের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

প্রতি অর্থ বছরে এই কোডের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিম্নে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

১. রাঙ্গামাটিতে রাণী দয়াময়ী হাইস্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ।
২. রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারের সাথে জুগুলুলক্যা পাহাড় এবং পুরানবস্তী এলাকা সংযোগের জন্য ৩৩৫.০০ মিটার পি.সি. গার্ডার ফুট ব্রিজ নির্মাণ।
৩. কাপ্তাই উপজেলাধীন ভালুক্যা-তিনছড়ি পর্যন্ত ২.৭০ কিঃ মিঃ এইচ বি বি করণ।
৪. লংগদু উপজেলাধীন বৈরাগী বাজার চৌমুহনী-ঠেকাপাড়া পুলশাখালী চৌমহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিঃ মিঃ এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ।
৫. রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মানিকচড়ি এলাকায় সাপচড়িমুখ আমছড়ি ২.০০ কিঃ মিঃ এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ।
৬. নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানাক্রম সওজ রাস্তা হতে বুড়িঘাট পর্যন্ত ৫.০০ কিঃ মিঃ এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ।
৭. রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী ভবন নির্মাণ।
৮. দুরছড়ি পাবলাখালী- সুপারী পাতাছড়া- ভাঙ্গামুড়া-লংগদু পর্যন্ত ১৫.০০ কিঃ মিঃ এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ।
৯. নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আর সি সি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।
১০. রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তী হতে ব্রাক্ষনপাড়া পর্যন্ত পিসি গার্ডার ফুট ব্রিজ নির্মাণ।
১১. বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজকমুখ মইষপুইষ্যা হতে সরোয়াতলী পর্যন্ত ৬.০০ কিঃ মিঃ এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ।
১২. কাউখালী উপজেলা সদরে অডিটরিয়াম নির্মাণ।
১৩. ঘাগড়া মসজিদ উন্নয়ন।
১৪. বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং দাখিল মাদ্রাসার প্রশাসনিক ভবন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
১৫. লংগদু উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি হতে ভাসাইন্যাদাম ভায়া চাইল্যাতলী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা:

১. বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি রুমা রাস্তা নির্মাণ

২. বান্দরবান পার্বত্য জেলার লিরাগাঁও হতে রাজভিলা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (২০কিঃ মিঃ)।

৩. রুমা থেকে বগা লেইক পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ।

৪. বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন বান্দরবান সদর উপজেলার ছাঁউপাড়া হতে গলাচিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কিঃ মিঃ)

৫. বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঈদগড় হতে ক্যাঙ্গারবিল যাওয়ার পথে বটতলার ঝিড়ির ছড়ায় আর.সি.সি. ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণ।

৬. ইয়াংছা তীরে ডিবা-ঈদগড়-বাইশারী-নাইক্ষ্যংছড়ি- লেমুছড়ি সড়ক নির্মাণ (৩৫.০০ কিঃ মিঃ)

৭. বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (৬১ কিঃ মিঃ) রাস্তা।

৮. 'বোর্ড কর্তৃক বান্দরবানে নির্মিত সড়ক মেরামত ও সংস্কার কাজ (২০.০০ কিঃমিঃ) কিবুকছড়া-বাকীছড়া সড়ক শীর্ষক' প্রকল্পের উন্নয়ন।

৯. বান্দরবান সদর উপজেলার কুহলং ইউনিয়নের চেমীর মুখ খালের উপর ৫০.০০ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।

১০. থানচি উপজেলার থানচি হতে বোডিং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃ মিঃ)

১১. লামায় গজালিয়া বমু খালের উপর ৭০.০০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ (সংযোগ সড়কসহ প্রতিরোধক কাজ)

১২. আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে ভরিমুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃ মিঃ)

১৩. টেংখালী হতে ঝংকার হয়ে ইসলামপুর ৫নং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কিঃমিঃ)

১৪. বান্দরবান সদরে টাউল হল পুনঃ নির্মাণ

১৫. বান্দরবান সদর উপজেলাধীন গুংগুরু মুখ হতে গুংগুরু ও সম্মুখের পাড়া হয়ে গলাচিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কিঃমিঃ)

১৬. বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা হতে রমতিয়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং এইচ বি বি করণ (৫.০০ কিঃ মিঃ)

১৭. থানচি হতে ছান্দাক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কিঃ মিঃ)

১৮. রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে কাইন্তারমুখ পর্যন্ত ৭.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা উন্নয়ন

১৯. বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে তুংপ্রু পাড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (৬.০০ কিঃ মিঃ)

২০. লামা রুপসীপাড়া সড়ক হতে ম্যারাখোলা হতে ছোট বমু পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ।

২১. রুমা-মুন্নপাড়া সড়ক হতে মুলফি পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃ মিঃ সড়জ নির্মাণ।

২২. বান্দরবান কেন্দ্রীয় বাস ষ্টেশন পুনঃনির্মাণ।

২৩. চিউপতলী থেকে গরু বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

১. লক্ষীছড়ি-বর্মাছড়ি রাস্তায় এপ্রোচসহ ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ।

২. খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া হতে তবলছড়ি ডাকবাংলো পর্যন্ত ১৫.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ।

৩. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

৪. দিঘীনালা উপজেলাধীন ৪নং দিঘীনালা ইউনিয়নে বানছড়া ব্রীজ হতে মধ্যবানছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে অক্ষয়মণি কার্বারী পাড়ার শেষ মাথা পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ।

৫. খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি পুরাতন সড়ক-গরগজ্যাছড়ি পর্যন্ত ৪.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ।

৬. খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়িতে "মাতাই পুকুরী" (দেবতা পুকুর) এলাকায় তীর্থ যাত্রী এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ।

৭. খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কের ডলুছড়া ৯নং প্রকল্প গ্রাম হতে রবিধন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ।

৮. দিঘীনালা কামাক্যাছড়া হতে নৌকাছড়া হয়ে কাটারুং ছড়া-নুনছড়ি পর্যন্ত ১০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ।

৯. মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৬১ মিটার আর,সি,সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ।



পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ

৫.১ ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি স্বতনন্ত্র জেলা তথা-রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান-এর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কল্পে ১৯৮৯ সালের ১৯,২০,২১ নং আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্হানীয় সরকার পরিষদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালের ৯,১০ এবং ১১ নং আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের আইনসূহকে অধিকতর সংশোধনপূর্বক পরিষদত্রয়কে যথাক্রমে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে রুপান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতি এবং অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাত উন্নযনের নিমিত্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

৫.২ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ মোতাবেক রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ

- জেলার আইন-শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;
- পুলিশ (স্থানীয়);
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান, ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবস্থা, গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ধাত্রী প্রশিক্ষণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার;
- কৃষি উন্নয়ন, সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয়–এ প্রকার বন-সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ, কৃষিখামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত কৃষিপদ্ধতি জনপ্রিয়করণ এবং কৃষকগণকে উন্নত যন্ত্রপাতি হ্রাসকৃত মূল্যে প্রদান;
- পশুপাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং এতে উৎসাহ প্রদান;
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, হাটবাজার ও গ্রাম বিপনী বিতান স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
- সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, এতিমখানা, বিধবা সদন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, দরিদ্রদের জন্য লিগ্যাল এইড এবং দরিদ্র ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;
- সাধারণ উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ড সংরক্ষণ ও প্রসার, জাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদযাপন, স্থানীয় এলাকার ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সাংরক্ষণ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;
- যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যাবলী গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- যুব কল্যাণ;
- জেলার বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।

৫.৩ পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্গানোগ্রাম

চেয়ারম্যান
- ১ একান্ত সচিব
- ১ জনসংযোগ কর্মকর্তা
- ১ ষাঁটলিপিকার (একান্ত সহকারী)
- ১ গাড়ি চালক+১ জমাদার
- ১ অর্ডারলী + ২ এমএলএসএস

জনবল: ০৮ জন

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
- ১ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
- ১ ষাঁটলিপিকার + ১ গাড়ী চালক
- ১ এমএলএসএস

জনবল: ৪ জন

প্রশাসন বিভাগ
- ১ নির্বাহী কর্মকর্তা
- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ কম্পিউটার অপারেটর
- ১ উচ্চমান সহকারী
- ১ নিম্নমান সহকারী
- ১ মুদ্রাক্ষরিক + ১ গ্রন্থাগার সহকারী
- ১ মেকানিক + ৪ গাড়ী চালক
- ২ স্পীডবোট চালক
- ১ ইলেকট্রিশিয়ান
- ১ ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
- ১ বার্তা বাহক + ১ এমএলএসএস
- ১ প্রহরী + ১ সুইপার
- ৬ প্রহরী (রেস্ট হাউজ) + ১ মালি

জনবল: ২৭ জন

প্রকৌশল বিভাগ
- ১ নির্বাহী প্রকৌশলী
- ২ সহকারি প্রকৌশলী
- ৪ উপ-সহকারি প্রকৌশলী
- ১ নক্সাকারক কাম প্রাক্কলনিক
- ১ উচ্চমান সহকারী
- ২ নিম্নমান সহকারী
- ১ মুদ্রাক্ষরিক
- ১ হিসাব সহকারী
- ৪ কার্যসহকারী
- ১ গাড়ী চালক
- ৩ এম.এল.এস.এস.

জনবল: ২১ জন

ভূমি কর্মকর্তা
- ১ ভূমি কর্মকর্তা
- ১ কানুনগো
- ১ সার্ভেয়ার
- ১ নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক
- ২ চেইনম্যান
- ১ এমএলএসএস

জনবল: ০৭ জন

হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা
- ১ হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা
- ১ হিসাব রক্ষক
- ১ জুনিয়র অডিটর
- ১ হিসাব সহকারী
- ১ মুদ্রাক্ষরিক

জনবল: ০৫ জন

জনবলের সার সংক্ষেপ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	: ০৭ জন
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	: ০৯ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	: ৩৩ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	: ২৩ জন
সর্বমোট	**: ৭২ জন**

৫.ক.১ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন

১৯৮৯ সনে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয় তখন চেয়ারম্যান সহ পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১ জন। বর্তমানে ৩৩জন সদস্য এবং ১জন চেয়ারম্যানসহ মোট ৩৪ জন নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ পুর্নগঠিত হয়েছে। পূনঃগঠিত তিন পার্বত্য জেলাসমূহে ২ জন উপজাতীয় এবং ১ জন অ-উপজাতীয়সহ মোট ৩ জন মহিলা সদস্যের পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যারা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পরিষদঃ

(ক) চেয়ারম্যান ঃ ০১ জন।
(খ) সাধারণ সদস্য ঃ ৩০ জন।
(গ) সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ঃ ০৩ জন।

সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা ও চেয়ারম্যানঃ

১. চেয়ারম্যানঃ ০১ জন।
২. সদস্য সংখ্যা
ক) উপজাতীয় মহিলা (সংরক্ষিত) ঃ ০২ জন।
খ) অ-উপজাতীয়মহিলা (সংরক্ষিত) ঃ ০১ জন।
গ) চাকমা ঃ ১০ জন।
ঘ) অ-উপজাতীয় ঃ ১০ জন।
ঙ) মারমা ঃ ০৪ জন।
চ) তঞ্চঙ্গা ঃ ০২ জন।
ছ) ত্রিপুরা ঃ ০১ জন।
জ) লুসাই ঃ ০১ জন।
ঝ) পাংখো ঃ ০১ জন।
ঞ) খেয়াং ঃ ০১ জন।
সর্বমোট ঃ ৩৪ জন।

৫.ক.২ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

১৯৯৭ সনের ০২ নং আইন দ্বারা পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহে ধারা ১৬ ক অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, একজন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করবে। নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ কার্য চালিয়ে যাবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হবে তৎপরবর্তী সময় হতে ১৬(ক) ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ ধারা বলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদে বর্তমানে ০১ জন উপ-জাতীয় চেয়ারম্যান, ৩ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ০১ জন অ-উপজাতীয় সদস্য রয়েছেন। যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী
১)	জনাব নিখিল কুমার চাকমা	চেয়ারম্যান
২)	জনাব বৃষকেতু চাকমা	সদস্য
৩)	বেগম শামীম রশিদ	সদস্য
৪)	জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী	সদস্য
৫)	জনাব অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য

৫.ক.৩ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এ পরিষদ ৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে পরিষদের কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম সংশোধন এবং নতুন পদ সৃষ্টির অনুরোধ জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সনে নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ৭২ জনবল বিশিষ্ট অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা হয়। বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোও রাঙামাটির অনরুপ।

৫.ক.৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বিধি

সরকার কর্তৃক প্রণীত ৩টি বিধিমালা হলো-

(১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যপ্রণালী বিধিমাল ১৯৯০

(২) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ পরিদর্শন বিধিমালা ১৯৯০

(৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (রাঙ্গামাটি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ) বিধিমালা ১৯৯১

৫.ক.৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রবিধান

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৯ ধারা অনুযায়ী পরিষদকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও এ আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা করা যাবে এরূপ যে কোন বিষয়ে পরিষদ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ হতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। প্রবিধানগুলো নিম্নরূপঃ

১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের (সুযোগ-সুবিধা) প্রবিধানমাল-১৯৮৯ (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৬, দ্বিতীয় সংশোধনী ১৯৯৯, তৃতীয় সংশোধনী ২০০০, চতুর্থ সংশোধনী ২০০১ ও পঞ্চম সংশোধনী *২০০২)

২) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৯৬, (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধনী ২০০০, তৃতীয় সংশোধনী ২০০১, চতুর্থ সংশোধনী ২০০২)।

৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত চুক্তি প্রবিধানমালা ১৯৯৫ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৪) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উপর টোল ধার্য ও আদায় প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)।

৫) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)।

৬) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মচারী বদান্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০০০।

৭) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য প্রবিধানমালা ২০০০।

৮) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মচারি নিয়োগ প্রবিধানমালা ২০০০।

৯) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মোটরযান, নৌযান, উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত প্রবিধানমালা ২০০১।

১০) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ধার্য ও আদায় প্রবিধানমালা-২০০৮।

৫.ক.৬ জেলা উন্নয়ন কমিটিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের বিদ্যমান 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' রাখা হয় এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে এর আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। এ পরিবর্তন শুধুমাত্র রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে নির্ধারিত হয়। এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়: "এখন হইতে পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য গঠিত এই 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সার্বিক দায়িত্বসহ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে:

১. এলাকাধীন সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার সহিত সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।

২. আন্তঃবিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

৩. উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন।

৪. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এদের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

৫.ক.৭ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ২০০১ সালের ২৯ মে এক পরিপত্র জারির মাধ্যমে বলা হয় "বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী" অনুসারে ৫ (জ) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও সমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে এবং কমিটি প্রতি ২ মাসে অন্তত ১ বার সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় করবে বলে বলা হয়।

কমিটি গঠন সংক্রান্ত

১.	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ	আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	সদস্য সচিব
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	সদস্য
৬.	জেলায় কর্মরত সকল এনজিও'র ১জন করে প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	এডাব এর ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীফ অথবা তাঁর প্রতিনিধি	সদস্য

৫.ক.৮ বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন সংক্রান্ত

পরিষদ আইনের ২৭ ধারার আলোকে উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত এবং পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত ৪ টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করেছে।

ক) শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, কুটির শিল্প, যুব উন্নয়ন, টেক্সটাইল ভোকেশনাল কমিটি।

খ) মৎস্য পশুসম্পদ, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সমবায় কমিটি।

গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, গ্রন্থাগার ও শিল্পকলা একাডেমি কমিটি।

ঘ) কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও বাজার ফান্ড কমিটি।

উপযুক্ত বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলো উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি পরিষদসহ হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজে ও প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। পরিষদের একজন সদস্য আহ্বায়ক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করে থাকেন।

৫.ক.৯ একনজরে উন্নয়নখাতে বিগত চার অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী

নং	খাত	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩		মোট	
		প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	শিক্ষা	৪৭	৩৮৬.৭১	৪০	৪১৯.৪৪	৪৬	৪৪২.৬১	৬০	৪০৯.৩২	১৯৩	১৬৫৮.০৮
২	ধর্ম	৪৩	৩১০.৯০	৬২	৪১০.৬৯	৮০	৪১২.৮৩	১৪৩	৮৪১.৩২	৩২৮	১৯৭৫.৭৪
৩	কৃষি ও মৎস্য	২৩	৯১.৩৩	২৮	১২১.০৯	১৯	৬৯.২৭	৩৪	৮৫.৪০	১০৪	৩৬৭.০৯
৪	যোগাযোগ	৭৫	৪৬৯.৯৬	৬৪	৬৮৯.৪৭	৬৩	৬৪৫.৪৪	১০৫	৭৩১.২৯	৩০৭	২৫৩৬.১৬
৫	স্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৪	১৫৮.৪৮	১৭	১৭৫.৬৫	১৬	৩৭.৮২	২৬	৩৮.০৩	৭৩	৪০৯.৯৮
৬	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩	১০.৬২	৩	১৪.৩৪	৮	৭৮.০২	১০	৫৮.৬৬	২৪	১৬১.৬৪

৭	বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন	২	৫০.১০	১	৫০.০০					৩	১০০.১০
৮	সমাজ কল্যাণ আর্থ সামাজিক ও যুব/নারী উন্নয়ন	৯	৬৮.৯৯	১৫	১০১.০০	৩২	২৫৮.২৮	৫৪	২৯৯.৯০	১১০	৭২৮.১৭
৯	পর্যটন	১	২৮.০০	১	৭০.০০	১	৮০.০০	৪	১২০.০০	৭	২৯৮.০০
১০	প্রাণী সম্পদ	২	২.৭১	৩	৩৩.১৫	২	২৮.০৮	৪	৩.৭১	১১	৬৭.৬৫
১১	ত্রাণ ও পুনর্বাসন	২	৮৬.৩১	২	৮৭.০২	২	১০৫.৩১	৬৬	১১৩.৫৫	৭২	৩৯২.১৯
১২	ভূমি ও হাটবাজার	১	৬০.০০	৪	৮৮.৫০	৩	৩২.০০	৩	৫৮.০০	১১	২৩৮.৫০
১৩	পূর্ত (অবকাঠামো)	৪১	২৭৬.৭১	১৪	১৪৪.৭০	২২	১৫৪.৬৪	৩১	১০৯.৪০	১০৮	৬৮৫.৪৫
১৪	তথ্য প্রযুক্তি					১	৩.০০			১	৩.০০
১৫	বিবিধ	২	২৪.৭৬	৩	৫৪.৯২	৪	৫৪.৪৫	১৬	৬৫.৫৭	২৫	১৯৯.৭০
	মোট	**২৬৫**	**২০২৫.৫৮**	**২৫৭**	**২৪৫৯.৯৭**	**২৯৯**	**২৪০১.৭৫**	**৫৫৬**	**২৯৩৪.১৫**	**১,৩৭৭**	**৯৮২১.৪৫**

৫.ক.১০ একনজরে বিভিন্ন সংস্থা ও জেলা পরিষদ এর যৌথ উদ্যোগে বিগত চার বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ব্যয় বিবরণী

			২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিবরণ	সহযোগী সংস্থা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১	২		৪	৬	৮		১২
১	শিক্ষা	ইউএনডিপি	১২৯.১৮	৩৩৪.১৮	৩১৮.৮০	৪১১.৮৫	১১৯৪.০১
২	স্বাস্থ্য	ইউএনডিপি	১৩৩.০৫	৩২২.১৭	৮০৭.৩৮	৫৪১.৫৭	১৮০৪.১৭
৩	এলজিআইসিবি	ইউএনডিপি	১৫.৬৭	-	-		১৫.৬৭
৪	ওয়েভার্স গ্রুপ	ইউএনডিপি	৯.৫১	-	-		৯.৫১
৫	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট	ইউএনডিপি	-	২৮১.২০	১০৯.৩৭	২১৭.০১	৬০৭.৫৮
৬	জেন্ডার	ইউএনডিপি	-	৮.৯৯			৮.৯৯
৭	এগ্রিকালচার এন্ড ফুড সিকিউরিটি	ইউএনডিপি		১৩২.৩৯	৮০৯.৫৪	১২৯.২০	১০৭১.১৩
৮	পরিবেশ সংরক্ষন (বনায়ন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ফ্লোটিং বেড এগ্রিকালচার ইত্যাদি)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়				৩২৫.০০	৩২৫.০০
৯	শিক্ষা (চাইল্ড ফ্রেন্ডলী স্কুল)	ইউনিসেফ				৮৪.৮২	৮৪.৮২
	মোট		**২৮৭.৪১**	**১০৭৮.৯৩**	**২০৪৫.০৯**	**১৭০৯.৪৫**	**৫১২০.৮৮**

৫.ক.১১ একনজরে উন্নয়ন ও সংস্থাপন খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী

নং	খাতের নাম	পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ৭০২০)		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ৫০১০)		আপদকালীন খাতে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত		নিজস্ব আয়		মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ব্যয়	
		প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	শিক্ষা	৩৬	৮৫.৪৯	১৮	২৮৮.০০			৬	৩৫.৮৩	৬০	৪০৯.৩২
২	ধর্ম	৭৮	১৯৮.০৭	৬৪	৬৩৬.০০			১	৭.২৫	১৪৩	৮৪১.৩২
৩	কৃষি ও মৎস্য	২৭	৪৮.৪৯	৪	৩৪.০০			৩	২.৯১	৩৪	৮৫.৪০
৪	যোগাযোগ	৭৮	১৮১.২৯	২৭	৫৫০.০০					১০৫	৭৩১.২৯

৫	স্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৭	৩১.৮৯					৯	৬.১৪	২৬	৩৮.০৩
৬	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪	১৩.৩৬	৩	৪৩.০০			৩	২.৩০	১০	৫৮.৬৬
৭	সমাজকল্যাণ আর্থ সামাজিক ও যুব/নারী উন্নয়ন	১৫	২৪.৯৮	২৩	২৬৪.০০			১৬	১০.৯২	৫৪	২৯৯.৯০
৮	পর্যটন			৪	১২০.০০					৪	১২০.০০
৯	প্রাণী সম্পদ							৪	৩.৭১	৪	৩.৭১
১০	ত্রাণ ও পুনর্বাসন					৬৫	১১৩.৩০	১	০.২৫	৬৬	১১৩.৫৫
১১	ভূমি ও হাটবাজার	২	৩.০০	১	৫৫.০০					৩	৫৮.০০
১২	পূর্ত (অবকাঠামো)	৩১	১০৫.৭৪					২	৩.৬৬	৩৩	১০৯.৪০
১৩	বিবিধ	১	৩.৮২					১৫	৬১.৭৫	১৬	৬৫.৫৭
	মোট উন্নয়ন ব্যয়	২৮৯	৬৯৬.১৩	১৪৪	১৯৯০.০০	৬৫	১১৩.৩০	৬০	১৩৪.৭২	৫৫৮	২৯৩৪.১৫
	মোট সংস্থাপন ব্যয়		৩৮৩.৮৭								৩৮৩.৮৭
	সর্বমোট ব্যয়		**১০৮০.০০**		**১৯৯০.০০**		**১১৩.৩০**		**১৩৪.৭২**		**৩৩১৮.০২**

৫.ক.১২ ২০১২-১৩ সালে উন্নয়ন প্রকল্পব্যয়

২০১২-১৩ সালে মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং আপদকালীন খাতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার বরাদ্ধ পাওয়া যায়। উক্ত সালে নিজস্ব আয় হতে ১ এক কোটি ৩৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ব্যয় ৩৩ কোটি ১৮ লক্ষ ০২ হাজার টাকা।

৫.ক.১৩ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সংস্থাপন খাতের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

কোড নং	খাতের বিবরণ	বাজেট (সংশোধিত) (টাকায়)	ব্যয় (টাকায়)
৪৫০১	কর্মকর্তাগণের বেতন	২১,৮২,৭৭৯.২৭	২১,৮২,৭৭৯.২৭
৪৬০১	কর্মচারীগণের বেতন	৫৪,০২,২৬৯.২০	৫৪,০২,২৬৯.২০
৪৭০০	ভাতাদি	৭৬,৩৪,৪৩২.০৯	৭৬,৩৪,৪৩২.০৯
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১,৮৩,৬৮,২০৬.৯৫	১,৮৩,৬৮,২০৬.৯৫
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	১৮,৬০,৫৮৩.০০	১৮,৬০,৫৮৩.০০
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
৬৩০০	অবসরভাতা ও আনুতোষিক	১৭,৯৯,৫৬০.০০	১৭,৯৯,৫৬০.০০
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ	৮,৩৭,৭২৩.০০	৮,৩৭,৭২৩.০০
	অন্যান্য রাজস্ব		
	সর্বমোট	**৩,৮৩,৮৫,৫৫৩.৫১**	**৩,৮৩,৮৫,৫৫৩.৫১**

উল্লেখ্য যে সংস্থাপন খাতের উক্ত ব্যয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৭০২০)' বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্ধ হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

৫.ক.১৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব আয় হতে যে যে খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরন

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
০১	শুল্কফাঁড়ি	১৪,১২৬,৬৩০/-	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৭২,৬০০/-
			কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের উপ-বৃত্তি	৮৬৮,৬০০/-
০২	বিশ্রামগার	৫৩৫,৬২৮/-	বিভিন্ন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষকদের মাসিক ভাতা	১,৮৩১,৫০০/-

০৩	সিডিউল বিক্রয়	৭১২,৯০০/-	৪র্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার ব্যয়	৭২০,০০০/-
০৪	ঠিকাদার তালিকাভুক্ত ও নবায়ন	১,২০৬,০২৫/-	ক্ষুদ্র জাতীগোষ্ঠির মাতৃভাষার শিক্ষা উন্নয়ন	৯০,০০০/-
০৫	বিবিধ	১,৪৪৫,৯২২/-	বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উৎসব অনুষ্ঠানে অনুদান	৭২৪,৫৯৮/-
০৬			চিকিৎসা শিবির, শিশু রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি	১১১,২০০/-
০৮			রাঙ্গামাটি প্রতিবন্ধী স্কুল পরিচালনা ব্যয়	৩০০,০০০/-
০৯			দুস্থ মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন	৮৬৫,৫২০/-
১০			বিদ্যালয়ে যাতায়তের জন্য নৌকা প্রদান	৪০,০০০/-
১২			ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তাপ্রদান	১৫৫,০০০/-
১৩			সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা প্রদান	৫০,০০০/-
১৬			ত্রাণ ও পুনর্বাসন	৯৯৮,৩৬০/-
১৭			অর্ধেক মুল্যে শুকর ছানা/মুরগীর বাচ্চা বিতরণ	৫৬,৭০০/-
১৮			জু বোট্যানিকাল গার্ডেনে প্রাণীর খাদ্য	২৬১,৮৩৭/-
১৯			আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দ	১,৩০৪,৩৬৫/-
২০			মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন	৮৪০,৫৯০/-
২১			পরিষদের সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচী	২,৪৯৭,০০০/-
২২			পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭৫৩,২৩০/-
২৩			বিবিধ আনুষাংগিক	১,৮৭৮,৪০০/-
	সর্বমোট	**১৮,০২৭,১০৫/-**	**সর্বমোট**	**১৪,৪১৯,৫০০/-**

৫.ক.১৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকা (পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ও ২৩ ধারা এবং প্রথম তফসিল অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১	বাজার ফান্ড সংস্থা	১৯৮৯
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬	জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭	জেলা সমাজ সেবা পরিদপ্তর	১৯৯৩
৮	জেল মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০	জেলা পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১	জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১৯৯৩
১২	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬	টেক্সাটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	২০০৬

১৭	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬
১৮	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমুহ	২০০৭
১৯	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়	২০০৭
২০	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট(রাংগামাটি)	২০০৮
২১	নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি।	২০০৯
২২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাংগামাটি জেলার দপ্তর সমুহ	২০১২
২৩	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি জেলার দপ্তর সমুহ	২০১২

মোট হস্তান্তরযোগ্য বিভাগ/বিষয়: ৩৩টি, হস্তান্তরিত বিভাগ/বিষয়: ২৩ টি, হস্তান্তরিত হয়নি ১০ টি।

১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সনে এ আইনের অধিকতর সংশোধনী আনয়ন করে পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে রাংগামাটি জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, যোগাযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্য প্রযুক্তি, সমাজ কল্যান, শিশু ও নারী উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন, পর্যটন, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, কুটির শিল্প, সমবায় খাতসহ ২৩টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের চাহিদা ও আকাঙ্খাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.খ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা ও বাঙ্গালীসহ মুলতঃ ০৪টি জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ২৭৪৯.১৬ বর্গ কিলোমিটার। খাগড়াছড়ি জেলায় বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৯১৭জন লোকের বসবাস।

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৩ মহাজোট সরকারের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঐ দিন সকাল ৯ ঘটিকায় সরকারের ৪ বছর পূর্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রাংগনে দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয়।





উদ্বোধনের পর পর এক বর্নাঢ্য আনন্দ র‍্যালি শুরুহয়। র‍্যালিটি খাগড়াছড়ি শহর প্রদক্ষিণ করে খাগড়াছড়ি টাউন হলে শেষ হয়। র‍্যালির পর পর বিগত ৪ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রদর্শনী এবং ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীর পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য, রিজিয়ন কমাণ্ডার,জেলা প্রশাসক,পুলিশ সুপার,পৌরসভার মেয়র, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,জেলা আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক সহ স্হানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। মহাজোট সরকারের ৪ বছর পূর্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "তথ্য কণিকা" বিতরণ করা হয়। তথ্য কণিকায় জেলার পার্বত্য জেলা পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,পৌরসভাসমূহ এবং সকল বিভাগ/দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। একই দিন বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫.খ.১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ অনুসারে পরিষদের গঠনঃ

ক. চেয়ারম্যান

খ. একুশ জন উপজাতীয় সদস্য

গ. নয় জন অ-উপজাতীয় সদস্য

ঘ. তিন জন মহিলা সদস্য, যাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা;

উল্লেখিত পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

৫.খ.২ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ১৬(ক) ধারা অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন না হলে, অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনঃগঠন করবেন। বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ০৪(চার) জন সদস্যদের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদে সরকার কর্তৃক গঠন করা হয়েছে। চারজন সদস্য নিজেদের মধ্যে মতামতের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একজন অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান নির্বাচন করেছেন। সরকার কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত বাঙ্গালী, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে যা নিম্নরুপ ঃ

১. জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা সদস্য (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান)

২. জনাব বীর কিশোর চাকমা সদস্য

৩. জনাব চাইথো অং মারমা সদস্য

৪. জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া সদস্য

৫.খ.৩ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২- ২০১৩ অর্থ বৎসরে রাজস্ব খাতের ব্যয় বিবরণী

কোড নং	খাতের বিবরণ	প্রাপ্ত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
৪৫০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৩০,০০,০০০/-	২০,৪৬,৭২৪/-
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	৬০,০০,০০০/-	৫২,৪৮,৯৪১/-
৪৭০০	ভাতাদি	১,০৩,৩৫,০০০/-	৮৭,৯৫,২৫০/-
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৮৫,৬৫,০০০/-	১,১৪,৬০,০৯৫/-
৪৯০০	মেরামত,সংরক্ষন ও পূনর্বাসন	১৬,০০,০০০/-	২৬,৬৬,৬৭৭/-
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী	২৫,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	১০,০০,০০০/-	৭,৮২,০২৩/-
	মোট	**৩,৩০,০০,০০০/-**	**৩,২৯,৯৯,৭১০/-**

উল্লেখ্য যে সংস্থাপন খাতের/রাজস্ব খাতের ব্যয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৭০২০)' বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্ধ হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

৫.খ.৪ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নিজস্ব তহবিলের আয় ব্যয়ের বিবরণী

ক্র: নং	আয়ের খাত ও বিবরন	আয়কৃত অর্থ	ব্যয়ের খাত ও বিবরন	ব্যয়িত অর্থ
১	ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন ফি	১০,৭১,০০০/-	এডহক,মাষ্টাররোল ও নির্ধারিত বেতনভূক্ত কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও সন্মানী	২৬,৭৬,৯৭১/-
২	সিডিউল বিক্রয়	৩,৪৫,৬৫০/-	উৎসব ভাতা	৮৬,৬৫৫/-

৩	সম্পত্তি হ'তে প্রাপ্ত আয়	৯,৪২,৫০৫/-	পোষাক ভাতা	১,৮৫,৬০০/-
৪	টোল কেন্দ্র নিলাম বাবদ	৭২,৪৭,৭৫০/-	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৪,২৫,০০০/-
৫	পরিষদ মার্কেট হ'তে প্রাপ্ত আয়	৭,১০,৭৬০/-	ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি	৯,৪৭,৪২৫/-
৬	বিবিধ আয়	৫২,৬১০/-	বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধ	১,৩৬,৯৬৭/-
৭			বিদ্যুৎ/পানি/পৌরকর বিল পরিশোধ	১,১৩,৪৬৯/-
৮			জরুরী ঔষধ সংগ্রহ	১,২২,৮১০/-
৯			আপ্যায়ন	৪,৯৪,২৭৭/-
১০			আনুষাংগিক	১,৬১,৭২৮/-
১১			আঞ্চলিক পরিষদে চাঁদা প্রদান	
১২			অন্যান্য ব্যয়	৩১,০৯,৬৬৭/-
	সর্বমোট	**১,০৩,৭০,২৭৫/-**	**সর্বমোট**	**১,০৪,৬০,৫৬৯/-**

৫.খ.৫ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকা (পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ও ২৩ ধারা এবং প্রথম তফসিল অনুযায়ী)

ক্রঃনং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	হস্তান্তরিত বিভাগের নাম	হস্তান্তরের তারিখ
১	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাজার ফান্ড প্রশাসন	১৯/০৭/১৯৮৯ খ্রিঃ
২	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মম্এণালয়	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	হর্টিকালচার বিভাগ	২২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ
৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
৬	কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্হ্য বিভাগ	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৯	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
১০	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রাণি সম্পদ বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়য়	রামগড় মৎস্য হ্যাচারী	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
১৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সমবায় বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৫	শিল্প মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা(বিসিক)	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৭	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারী শিশু সদন	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
১৮	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ক্রীড়া বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৯	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২৯/১২/২০১১ খ্রিঃ
২০	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
২১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
২২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ

মোট হস্তান্তরযোগ্য বিভাগ/বিষয়ঃ ৩৩টি, হস্তান্তরিত বিভাগ/বিষয়ঃ ২২ টি, হস্তান্তরিত হয়নি ১১ টি।



৫.খ.৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

ক. ২০১২ও১৩ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০২০) এর অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৯,৩০,০০০০০.০০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাতওয়ারী প্রকল্প/স্কীমের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ
১	কৃষি (বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ)	চলমান প্রকল্প	০৫টি
		নতুন প্রকল্প	০১টি
	মোট	০৬টি	৪১.০০০০০
২	শিক্ষা	চলমান প্রকল্প	১২টি
		নতুন প্রকল্প	২৫টি
	মোট	৩৭টি	১৪৬.১৭২১৪
৩	যোগাযোগ	চলমান প্রকল্প	০৭টি
		নতুন প্রকল্প	১৮টি
	মোট	২৫টি	১৫১.২১৫৫৫
৪	সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো)	চলমান প্রকল্প	০৯টি
		নতুন প্রকল্প	১৩টি
	মোট	২২টি	৮১.০৫৫৪৩
৫	জনস্বাস্থ্য (পানি ও পয়:প্রণালী)	নতুন প্রকল্প	০৫টি
	মোট	০৫টি	২০.০০০০০

৬	ধর্ম	চলমান প্রকল্প	১৪টি
		নতুন প্রকল্প	৩৫টি
	মোট	৪৯টি	১১৬.৩৫১৬৬
৭	অন্যান্য	চলমান প্রকল্প	০৪টি
		নতুন প্রকল্প	০৩টি
	মোট	০৭টি	৪৪.২০৫২২
		চলমান প্রকল্প	৫১টি
		নতুন প্রকল্প	১০০টি
	সর্বমোট প্রকল্প	**১৫১টি**	**৬০০.০০০০০**
	রাজস্ব ব্যয়		**৩৩০.০০০০০**
	সর্বমোট		**৯৩০.০০০০০**

খ. ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৩,৭৫,০০০০০.০০ (তের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাতওয়ারী প্রকল্প/স্কীমের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ
১	শিক্ষা	চলমান প্রকল্প	০৯টি
		নতুন প্রকল্প	১০টি
	মোট	১৯টি	৪১৫.০০০০০
২	যোগাযোগ	চলমান প্রকল্প	০৫টি
		নতুন প্রকল্প	১৫টি
	মোট	২০টি	৪৬০.০০০০০
৩	পানি ও পয়ঃপ্রণালী	চলমান প্রকল্প	০১টি
	মোট	০১টি	৩০.০০০০০
৪	বস্তুগত অবকাঠামো	চলমান প্রকল্প	০৬টি
		নতুন প্রকল্প	০৯টি
	মোট	১৫টি	৩৪০.০০০০০
৫	ধর্ম	চলমান প্রকল্প	০৩টি
		নতুন প্রকল্প	১৪টি
	মোট	**১৭টি**	**১৩০.০০০০০**
	চলমান প্রকল্প	২৪টি	
	নতুন প্রকল্প	৪৫টি	
	সর্বমোট	**৬৯টি**	**১৩৭৫.০০০০০**

৫.খ.৭ ত্রাণ কার্যক্রম

ক. বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচীঃ ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে ২৩০০(দুই হাজার তিনশত)মেট্রিক টন চাউল এবং ৯০০(নয়শত) মেট্রিক টন গম বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত খাদ্যশষ্য দ্বারা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, কালভার্ট/সাঁকো, সেচনালা, যোগাযোগ উন্নয়ন সহ শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচীতে প্রকল্প/স্কীম সংখ্যা ১১২১(এক হাজার একশত একুশ)টি। এ কর্মসূচীতে সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আনুমানিক ১.৫০ লক্ষ।

খ. আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচীঃ ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচীর অধীনে ২০.৫০(বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থে আদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলাসহ স্থানীয় সামাজিক/ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিতরণ এবং গরীব ও দুঃস্থদের বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৮(আট)টি। এ কর্মসূচীতে সুবিধভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আনুমানিক ৫ হাজার।

৫.খ.৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৩ম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস পালন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৩ম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস। এ দিনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ হতে শিশু সমাবেশের মাধ্যমে ৪র্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং জেলার গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী, যারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যাল/মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত রয়েছে, তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত শিক্ষাবৃত্তি/পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার,এমপি। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাস্কফোর্সের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা,এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরাসহ অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিগণ।



৪র্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার্থী এবং উচ্চ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি/পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

৫.খ.৯ জাপান সরকারের সাথে সেচ সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২৯ মার্চ ২০১৩ খ্রিঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ সুবিধা উন্নয়ন সংক্রান্ত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জাপান সরকারের পক্ষে ঢাকায় অবস্থিত জাপান এ্যাম্বেসীর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাপান সরকারের সাথে "The Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects (GGHSP) " এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনা "The Project for the Development of Watershed Management System for Poverty Reduction In Khagrachari Hill District" এর বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি অনুসারে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে অনুদান বাবদ ১২২,৯৬১ ইউএস ডলারের চেক হস্তান্তর করা হয়। জাপান সরকারের পক্ষে ঢাকায় অবস্থিত জাপান এ্যাম্বেসীর মাননীয় এ্যাম্বাসেডর Mr. Shiro Sadoshima এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষে নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার উল্লিখিত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

৫.খ.১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগে জনবল নিয়োগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগঃ গত আগস্ট,২০১২ মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৯(উনিশ)টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেঃ ১) হিসাব সহকারী ০১টি, (২) অফিস সহকারী ০২টি, (৩) টিউবওয়েল মেকানিক ১১টি, (৪) ড্রাইভার ০১টি, (৫)সহকারী পাম্পচালক ০৩টি, (৬) লাইনম্যান ০১টি পদ।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগঃগত আগস্ট, ২০১২ মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৪(চৌত্রিশ)জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগঃগত অক্টোবর, ২০১২ মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৯(উনিশ)টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ঃ (১) উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ১১টি, (২) সহকারী স্টোর কিপার ০১টি, (৩) ক্যাশিয়ার ০১টি, (৪) সহকারী মেকানিক ০১টি, (৫) ওবিএম অপারেটর ০১টি, (৬) গাড়ীচালক ০২টি এবং (৭) এমএলএসএস ০২টি।



জাপান সরকারের সাথে সেচ সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

৫.খ.১১ পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

পার্বত্য জেলাবাসীর জন্য ২ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। গত ১৫ বছর আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই যুগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে ঐতিহাসিক



ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৩ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সদরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরুহয়ে টাউন হলে এসে শেষ হয়

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে পার্বত্যবাসীর মধ্যে ফিরে আসতে থাকে আস্থা ও বিশ্বাস। শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করে পার্বত্যবাসী। উন্নয়নের দ্বার উম্মোচিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের মাঝে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে শুরু করেছে। মানুষ ভয়ভীতির উর্দ্ধে থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দেড় বছরের মাথায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করে যেতে পারেনি। পরবর্তীতে ৭ বছর ৪ দলীয়জোট সরকার এবং তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেমে যায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা আবারও দিন বদলের অঙ্গীকার আর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে গতিশীল করেছেন। এর সুফল বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ পাচ্ছে।

৫.গ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.গ.১ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধনী) আইন ১৯৯৮অনুসারে পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

ক. চেয়ারম্যান-০১ জন

খ. উপজাতীয় সদস্য-২১ জন

গ. অ-উপজাতীয় সদস্য-৯ জন

ঘ. ৩ জন মহিলা সদস্য, যাদের দু,জন উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় ।

উল্লেখ্য, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধ্যরণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

৫.গ.২ বান্দরবান পার্বত্য জেলা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশোধন আইন ১৯৯৮ এর ১৬(ক) ধারা অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন না হলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পূনঃগঠন করবেন। গত ২৪/৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ নিম্নে বর্ণিত সদস্যদের নিয়ে পুনঃগঠন কর হয়েছে।

১.	জনাব ক্য শৈ হ্লা	চেয়ারম্যান
২.	জনাব কাজী মোঃ মজিবর রহমান	সদস্য
৩.	জনবা ক্য সা প্রু	সদস্য
৪.	জনবা অং প্রু ম্রো	সদস্য
৫.	জনাব কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য

৫.গ.৩ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সংস্থাপন খাতের/রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

কোড নং	খাতের বিবরণ	প্রাপ্ত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৪৫০১ ৪৬০১	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন	৪৯,২০,০০০/-	৪৬,৩৭,৮০৮/-
৪৭০০	ভাতাদি	৫৫,০০,০০০/-	৫২,৭৫,৬৭২/-
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১,৭৪,২০,০০০/-	১,৭২,৯৭,৭৭৫/-
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন	৩৩,৬০,০০০/-	৩৩,০৫,১৬১/-
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী	৫৭,২০,০০০/-	৫৫,০৮,৮৩৫/-
	সর্বমোট ব্যয়	**৩,৬৯,২০,০০০/-**	**৩,৬০,২৫,২৫১/-**

উল্লেখ্য যে সংস্থাপন খাতের/রাজস্ব খাতের ব্যয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৭০২০)' বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্ধ হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

৫.গ.৪ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব আয় হতে যে যে খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরিণী

ক্র: নং	আয়ের খাত ও বিবরন	আয়কৃত অর্থ	ব্যয়ের খাত ও বিবরন	ব্যয়িত অর্থ
১	টোল পয়েন্ট,ডাক বাংলো, দোকান ও ইজারা মূল্য	২,০৫,১৩,৫১৩/-	ইমাম মুয়াজিন,খাদেম সম্মানী	১,৭০,৩০০/-
২	সভাকক্ষ, ডাকবাংলো, দোকান এবং বাড়ী ভাড়া	১৮,২৯,১২৫/-	মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন	২৫,৫০,৬৪৬/-
৩	ঠিকাদারী তালিকাভূক্তি ও লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫,৯৯,৯০০/-	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন	১২,২১,১৪৬/-
৪	আম, কাঠাল, লিচু, ডাব, বই বিক্রয় এবং পেপেঁ বাগান ও লোকজ মেলা টাওয়ার নিলাম বাবদ।	২,৭৩,৯০০/-	উপজেলা পরিষদের অনুদান ও বিবিধ অনুদান	৬৫,৪৭,২৮৯/-
৫	জামানত বাজেয়াপ্ত	২৫,১০০/-	টেলিফোন বিল, ব্রডব্যান্ড বিল	১,৩৩,৩৯২/-
৬			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন, ইফতার পার্টি, লোকজ মেলা ও জি পি-এ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা।	৫৩,৫৫,৫৯৫/-
৭			জমি ক্রয়	৩০,৪৮,২৪৬/-
৮			উন্নয়ন প্রকল্প	৪২,১৪,৯২৪/-
	সর্বমোট	**২,৩২,৪১,৫৩৮/-**	**সর্বমোট**	**২,৩২,৪১,৫৩৮/-**

৫.গ.৫ বান্দরবান পার্বত্য জেলা হস্তান্তরিত বিষয় সমূহ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকা (পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ও ২৩ ধারা এবং প্রথম তফসিল অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১	বাজার ফান্ড সংস্থা	১৯৮৯
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬	জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭	জেলা সমাজ সেবা পরিদপ্তর	১৯৯৩
৮	জেল মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০	জেলা পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১	জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১৯৯৩
১২	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬

১৭	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমুহ	২০০৭
১৮	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়	২০০৭
১৯	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বান্দরবান জেলার দপ্তর সমুহ	২০১২
২০	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলার দপ্তর সমুহ	২০১২
২১	সরকারী শিশু সদন	২০১২

৫.গ.৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

ক্রঃ নং	খাতের নাম	অর্থ বছর	বরাদ্দ (আয়)		ব্যয়		অবশিষ্ট
১	এডিপি (৭০২০)	২০১২-২০১৩	৯,৯০,০০,০০০/-		৯,৯০,০০,০০০/-		শূণ্য
২	বিশেষ (৫০১০)	২০১২-২০১৩	১৪,৬০,০০,০০০/-		১৪,১১,৬১,৮৫৯/-		৪৮,৩৮,১৪১/-
৩	আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচী	২০১২-২০১৩	৩৮,০০,০০০/-		৩৮,০০,০০০/-		শূণ্য
৪	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচী	২০১২-২০১৩	২৬০০.০০ মে.টন চাউল	৯০০.০০ মে.টন গম	২৬০০.০০ মে.টন চাউল	৯০০.০০ মে.টন গম	শূণ্য

৫.গ.৭ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড- ৫০১০) এর আওতায় বার্ষিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	শিক্ষা	১৬	৩৫৬.৩৫	৩৫৬.৩৫
২	যোগাযোগ	০৮	৩৫৫.৫৪	৩৫৫.৫৪
৩	পয়:প্রণালী জনস্বাস্থ্য	০২	৬২.৭৭	৬২.৭৭
৪	বস্তুগত অবকাঠামো	১৩	৪৫৮.০৯	৪৫৮.০৯
৫	ধর্ম	০৪	১০০.৬৩	১০০.৬৩
৬	কৃষি ও সেচ	০৪	১৩৩.৬২	১৩৩.৬২
৭	তথ্য প্রযুক্তি	০১	২৫.০০	২৫.০০
	মোট =	৪৮	১৪৯২.০০	১৪৯২.০০

৫.গ.৮ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড-৭০২০) এর আওতায় বার্ষিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ক্র: নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	শিক্ষা	২০	১,০৫,৮১,৪০৪	১,০৫,৮১,৪০৪
২	যোগাযোগ	০৭	৪৪,৭১,৯১৯	৪৪,৭১,৯১৯
৩	জনস্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃপ্রণালী	১৪	৩৫,৭৬,১৮৬	৩৫,৭৬,১৮৬
৪	সমাজ কল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো)	১৬	১,৬৩,৪৬,৩০২	১,৬৩,৪৬,৩০২
৫	ধর্ম	২৯	১,২৯,২২,৮৭৬	১,২৯,২২,৮৭৬
৬	কৃষি ও সেচ	১	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৭	অন্যান্য	৯	৯,৫৯,০০১	৯,৫৯,০০১



১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার রুমা সেতুর সুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

০৮.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
০৯.	তথ্য ও প্রযুক্তি	০১	৪৯,৫০০	৪৯,৫০০
	মোট	**৯৯**	**৫,০৫,০৭,১৮৮**	**৫,০৫,০৭,১৮৮**



ষষ্ঠ অধ্যায়

সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত কাউন্টার ইনসার্জেন্সি (CI) কার্যক্রম/সন্ত্রাস দমন অভিযানে বেসামরিক সহায়তা প্রদান কল্পে ২৪ পদাতিক ডিভিশন সদর দপ্তরে ১৯৭৯ সানে সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অফিসের কাজকর্ম জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ/নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। তবে পদ মঞ্জুরী/রিটেনশন/ বাজেট বরাদ্দ প্রভৃতির সরকারি অনুমোদন/সমন্বয় সাধনের বিষয়াবলী পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য উক্ত অফিসের প্রশাসনিক কার্যাবলী ১৯৭৯ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯৯০ সাল হতে ২০০০ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে এবং ২৯ জুন ২০০০ হতে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৬.২ সিভিলএ্যাফেয়ার্স অফিস কর্মপরিধি

সূচনালগ্ন হতে এ অফিস GOC কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার অব ডিউটিজ/নির্দেশনায় CI কার্যক্রমের সহায়ক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে নিয়োজিত CI কার্যক্রমের GOC, ২৪ পদাতিক ডিভিশনকে সময়য়োপযোগী প্রয়োজনীয় বেসামরিক সহায়তা প্রদানই এ অফিসের প্রধানকাজ। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান "অপারেশন উত্তরণ" কর্মসূচীর সহায়তাকল্পে বর্তমানে এ অফিস নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করছে।

ক. CI কার্যক্রমের সহায়ক বেসামরিক বিষয়ে GOC, ২৪ পদাতিক ডিভিশনকে সহায়তা করণ;

খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্টজরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজে সামরিক/বেসামরিক দপ্তর/বিভাগের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

গ. আত্মসমর্পনকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের বর্তমান অবস্থান ও কার্যকলাপ মনিটরকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

ঘ. পার্বত্য অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন/সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

ঙ. পার্বত্য তিন জেলার আইন শৃংখলা রক্ষা ও উন্নয়নে সামরিক বাহিনীর সাথে বেসামরিক প্রশাসনের লিয়াজোঁ রক্ষা;

চ. CI অপস শাখার তথ্য/প্রেস সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান;

ছ. অপারেশন উত্তরণ কর্মসূচী পরিচালনায় সহায়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা;

জ. বিভিন্ন NGO কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (উপজাতি/অ-উপজাতি) সকল শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;

ঝ. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত(উপজাতি/অ-উপজাতি) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তাসহ সমন্বয় সাধন;

ঞ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নির্দেশনায় (GOC এর পক্ষে) প্রয়োজনীয় যোগাযোগ/মতামতদান/সমন্বয় সাধন।

ট. এতদব্যাতীত সরকার প্রদত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট যে কোন আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন।

৬.৩ সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস সাংগঠনিক কাঠামো

সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রামক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসার	১
২	সহকারী সচিব	১
৩	প্রধান সহকারী	১
৪	হিসাব সহকারী	১
৫	সহকারী	৪
৬	গাড়ীচালক	১
৭	এমএলএসএস	২
৮	গাড়ী ক্লিনার	১
	মোট	**১২**

৬.৪ সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট ও খাতওয়ারী খরচের হিসাব বিবরণী

কোড নং	খাতের বিবরণ	২০১২-২০১৩ সালের সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)	২০১২-২০১৩ সালের মোট ব্যয় (হাজার টাকায়)
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৪৫০	৩৫৪
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	১০৫০	১০৪৪
৪৭০০	ভাতাদি	৮৭৩	৮৫১
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৬১৪	৫৮৫
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১২০	১২০
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	১৪০	১৪০
	মোট	**৩২৪৭**	**৩০৯৪**



সপ্তম অধ্যায়

বাজার ফান্ড সংস্থা সমূহ

৭.১ ভূমিকা

বাজার ফান্ড হচ্ছে স্ব অধিকার পরিচালিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত একটি সংস্থা । বাজার ফান্ড সংস্থা মুলত ঃ একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ করে উপজাতীয় লোকজনের উৎপাদিত পন্য বিক্রয় এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সুবিধার্থে হাট বাজার সৃষ্টি, রক্ষনা -বেক্ষনও পরিচালনার জন্য এককালীন বেংগল সরকারের রাজস্ব বিভাগ ১৮৯৫সালে বাজার ফান্ড নামক সংস্থার পত্তন করে এবং এ সংস্থা পরিচালনায় একটি পৃথক বিধি ও তৈরি করে যা বাজারফান্ড ম্যানুয়েল ১৯৩৭নামে পরিচিত । ১৯৩৭ সালের বাজার ফান্ড বিধিমালা অনুযায়ী বাজারফান্ড পরিচালিত হচ্ছে ।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বাজার সমূহরে উন্নয়ন ও সুব্যবস্থাপনার উদ্ধেশ্যে একক বাজার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ও পরবতীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ২) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও ৩) বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্বতন্ত্র বাজার ফান্ড সংস্থা গঠিত হয় । স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টির পর ১৯৮৯ সালে বাজার ফান্ড সংস্থাকে সরকার কতৃক তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে হস্তান্তর করা। পরবতীতে স্থানীয সরকার পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদে রুপান্তরিত হওয়ায় তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগন বাজার ফান্ডে সংস্থাসমূহের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন ।

৭.২ বাজার ফান্ড ম্যানুয়েল ১৯৩৭ মোতাবেক রংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান বাজার ফান্ড সংস্থার কর্মপরিধি

ক. ফান্ডের নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন + ভাতা এবং ভবিষ্যৎ তহবিলে কন্ট্রিবিউশন ।

খ. ফান্ডের নিয়ন্ত্রাধীন বিদ্যমান যে কোন সংস্থার রক্ষনাবেক্ষনা ।

গ. বাজার ফান্ডের নিয়ন্ত্রাধীন বাজার এলাকায় পয়: নিস্কাশন পানি সরবারাহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড ।

ঘ. নতুন হাটবাজার প্রতিষ্টা ।

ঙ. ফান্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয আনুসংগিক ব্যায় ।

চ. আদায় কৃত বাজারের টাকার ১২.৫০% হারে সরকারী রাজস্ব -৭ খাতে জমা প্রদান করা ।

ছ. হাটবাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৩% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট সরকারী কোষাগারে খাতে জমা করা ।

জ. হাটবাজার ইজারালব্ধ আয় হতে ৫০% টাকা সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে এবং ৩৫% টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা ।

৭.৩ রাঙ্গামাটি বাজার ফান্ড সংস্থা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার ফান্ড সংস্থা কাজ কওে যাচ্ছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নিয়ন্ত্রয়নে মোট ৫৫টি বাজার আছে ।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বাজার ফান্ডের ২০১২–২০১৩অর্থ বছরের খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের বিবরনী:

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের খাত	পরিমাণ
১	খাজনা	১৮,২৫,৩০৯.২২	কর্মচারীদের বেতন ভাতা	২৩,৯৯,১৫৪.৭০
২	সালামী	৬,০৭,৭১৯.০০	কনটিনজেন্সি	১,৩৭,৮৫২.০০
৩	সিটি	৫,৪২,২১৩.০০	জ্বালানী	১০,৯৯৬.০০
৪	জরিমানা আদায়	১,০৩,৮৭৭.৭৪	আপ্যায়ন	
৫	বিবিধ আদায়	৫৯,৯৬,৯০৬.০০	বিদ্যুৎ	১৭,৯২১.০০
৬	বিক্রয়লব্দ	২,০৯,০০০.০০	টেলিফোন	১৬,২০১.০০
৭	ইজারালব্দ	৬৮,৭০,৬০২.০০	মনোহরী	৮৭,৬০৩.০০
৮	খোলা খাজনা	৫৯,৪২৫.০০	মূদ্রণ ও প্রকাশনা	৪৭,৯৯৬.১৬
৯	দোকান ও ঘর ভাড়া	৭,০৭,৫৯০.০০	কনসারভেন্সি	০
১০	জামানত	১২,৪৫,১০০.০০	চিত্তবিনোদন ভাতা	৫৬,৯০০.০০
১১	খোয়াড় ইজারা	০	ভ্রমণ ভাতা	৩১,৮৬৭.৫০
১২			উৎসব ভাতা	২,৩৫,৭৩৫.০০

১৩			শ্রমসাধ্য ভাতা (সম্মানী)	৫৯,৬০০.০০
১৪			অন্যান্য ব্যয় ভাতা (বিবিধ)	২,৫৫,৮৪২.০০
১৫			বাজার কমিশন	৩৩,২৯,৬০৬.৭৫
১৬			গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য অগ্রিম	
১৭			মেশিনারী ও অন্যান্য ক্রয়	৫২,০০০.০০
১৮			প্রভিডেন্ট ফান্ড	৬,৫৯,৬৮১.৬৬
১৯			জামানত	২২,৯৮,০৫৫.০০
২০			উন্নয়নমুলক কাজের অগ্রিম জামানত	৬,৪৭,৮০০.০০
২১			মামলা সংক্রান্ত	১৪,৪২০.০০
২২			উন্নয়ন প্রকল্প	১,৫৯,৯৫,১৯৪.১৫
২৩			ভ্যাট ও আয়কর	১১,৯৭,০৩৫.৫১
২৪			বিজ্ঞাপন বিল	১,৫১,৩১০.৬০
২৫			আসবাবপত্র ও লিভারীজ	৩২,৪৬৩.০০
২৬			পৌরকর পরিশোধ	১,৯৭,২১০.০০
	মোট	**১,৮১,৬৭,৭৪১.৯৬**	**মোট**	**২,৭৯,৩২,৪৪৫.০৩**

৭.৪ খাগড়াছড়ি বাজার ফান্ড সংস্থা

খাগড়াছড়ি বাজার ফান্ড সংস্থার অধীনে অনুমোদিত ৩৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর হাট-বাজার রয়েছে। ২০১২-২০১৩ সালের অত্র সংস্থার আয়- ব্যয় হিসাব নিম্নরুপ:

ক্র: নং	প্রাপ্তী খাত	পরিমাণ (টাকা)	ব্যয় খাত	পরিমাণ (টাকা)
১	খাজনা, বাজার ইজারা পুকুর/ ডোবা ইজারা বাবদ	১,৭৫,২৩,৭৮১.০০	কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি, ইজারা মূল্যের পৌরসভা ৫০% ইউনিয়ন পরিষদ ৩৫% বাজার চৌধুরী কমিশন ইজারা ও খাজনার উপর ব্যয় বাবদ	১,৩৫,৫০,৯৩৫.০০
২	কনজারবেন্সী ও বিজলী কর	১,২৯,৯০২.০০	খন্ডকালীন সুইপার, মাস্টার রোল কর্মচারী, কনজারবেন্সী মালামাল ক্রয় ব্যয় বাবদ	২,৭৭,৩০০.০০
৩	সিডিউল বিক্রি, সেলামী ও বিবিধ আয় বাবদ	৫,৬৫,৫৫৮.০০	হাট- বাজার উন্নয়ন ও পুকুর সৌন্দর্য্য বর্ধন ব্যয় বাবদ	৩৪,২৬,৭৪২.০০
৪			বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ব্যয় বাবদ	৩২,৮১৫.০০
৫			আইনজীবী ফিস, ভূমি কর, বিবিধ ব্যয় বাবদ	৫,২৮,৭৬৭.০০৷৷
	প্রকৃত প্রাপ্তি সর্বমোট	**১,৮২,১৯,২৪১.০০**	**প্রকৃত ব্যয় সর্বমোট**	**১,৭৮,১৬,৫৫৯.০০**

৭.৫ বান্দরবান বাজার ফান্ড সংস্থা

বান্দরবান বাজার ফান্ড সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ২৬টি বাজার ও ৪টি প্রস্তাবিত বাজারসহ মোট ৩০টি বাজার রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বান্দরবান বাজার ফান্ড সংস্থা আয়ের বিবরণী:

ক্রঃ নং	আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১	অস্থায়ী / স্থায়ী দোকান খাজনা	১০,০৫,৫৯৮.০০	সাধারণ প্রশাসন	২৩,৩৭,৬৩২.০০
২	কনজারভেন্সি	১,৬৯,৮১৩.০০	কনজারভেন্সি	২৬,২৫,২৮৫.০০
৩	বাজার ও পুকুর ইজারা	২৬,৩৫,৯২৪.০০	স্যানিটেশন	১,৯২,৬৪৮.০০
৪	সেলামী	১৭,৯৭,১২৬.০০	প্রভিডেন্ট ফান্ড	২,৫৫,১৯৩.০০
৫	বিবিধ প্রাপ্তি (বাসা ভাড়া জরিমানা ইত্যাদি)	২,৫৭,৩৯২.০০	এক্সট্রা অর্ডিনারি এন্ড ডেবিটস	৭,০২,৫০০.০০
	মোট	**৫৮,৬৫,৮৫৩.০০**	**মোট**	**৬১,১৩,২৫৮.০০**



অষ্টম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য দুটি কমিটি, একটি টাস্কফোর্স এবং একটি কমিশন কর্মরত রয়েছে। এ সকল কমিটি, টাস্কফোর্স এবং কমিশনের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

৮.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২৫/০২/২০০৯ তারিখে গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য গনের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	মাননীয় সংসদ সদস্য গনের নাম	পদবী	নির্বচনী এলাকা
১	জনাব মোঃ শাহ্ আলম, এমপি	সভাপতি/ চেয়ারম্যান	২৪৬ ব্রাম্মনবাড়িয়া -৪
২	জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি	সদস্য	২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৩	জনাব মওদুদ আহমেদ, এমপি	সদস্য	৪২ বগুড়া -৭
৪	বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি	সদস্য	৩০০ পার্বত্য বান্দরবান
৫	জনাব এবি এম ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি	সদস্য	২৮২ চট্টগ্রাম -৫
৬	বেগম এথিন রাখাইন, এমপি	সদস্য	৩০৭ মহিলা আসন -৭
৭	জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি	সদস্য	২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি
৮	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, এমপি	সদস্য	১৫৫ ময়মনসিংহ -১০
৯	জনাব আবু জাহির, এমপি	সদস্য	২৪১ হবিগঞ্জ-৩
১০	জনাব আব্দুর রহমান বদি, এমপি	সদস্য	২৯৭ কক্সবাজার -৪

২০১২-১৩ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন তারিখে মোট ০৫ (পাচটি)টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৮.২ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন টাস্কফোর্স

১৯৯৭ সনে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির ঘ খন্ডের ১ নং অনুচ্ছেদে তিন পার্বত্য জেলার ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২০-০১-১৯৯৮ তারিখে একটি টাস্কফোর্স গঠন রা হয়। উক্ত টাস্কফোর্সকে ২৭-০৮-২০০৯ তারিখে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছেঃ

১.	জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি.	চেয়ারম্যান, (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	২৪ পদাতিক ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	প্রত্যাগত শরণার্থীদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	জনাব এস.এম.শফি, পিতা-মৃত হাজী আবদুল হক, মাস্টারপাড়া, খাগড়াছড়ি	সদস্য
১০.	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

৮.৩ টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি

ক. প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন

বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রদেয় ২০ (বিশ) দফা সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ;

- পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সকল সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় রক্ষার্থে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;
- প্রত্যাগত শরণার্থীদের যে সব স্থানে (নিজেদের বসতবাটিসহ) পুনর্বাসিত করা হয়েছে সরেজমিনে সে সব স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভুত সমস্যাদি (যদি থাকে) সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ; এবং
- শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

খ. অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

- তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি স্থানীয়ভাবে সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

পুনর্গঠিত টাস্কফোর্স এ পর্যন্ত ০৫/১০/২০০৯, ২৭/০১/২০১০ ২৬/০১/২০১১ ও ০৮/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট ৪ টি সভায় মিলিত হয়েছে।

৮.৪ ভূমি কমিশন

১৯৯৭ সনে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির ঘ খন্ডের ৪ নং অনুচ্ছেদে নিম্নে বর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে ভূমি কমিশন গঠনের বিষয়ে শর্তারোপ করা হয়:

১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি(সরকার কর্তৃক নিযুক্ত)-	চেয়ারম্যান
২.	আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)-	৩ (তিন) জন সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ (পদাধিকারবলে)	৩ (তিন) জন সদস্য
৫.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার অথবা তাঁর মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	সদস্য

ভূমি কমিশন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়দায়িত্ব পালন করছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত মন্ত্রণালয় ৩-৬-১৯৯৯ তারিখে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ভূমি কমিশন গঠন করে। ১৭-০৭-২০০১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জারী করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৭-২০০৯ তারিখের ভূঃমঃশা-২(ল্যান্ড কমিশন)-৪/২০০৪-৩৮০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।



পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন কমিটি সভাপতি মাননীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এম.পি.

৮.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ক খন্ডের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার ২৫/০৫/২০০৯ তারিখে মাননীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী নেতৃত্বে বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করেছে। পুর্নগঠিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ১৮/০৮/২০০৯, ২৬/১০/২০০৯, ২৬/১২/২০১০খ্রি. ২২/০১/২০১২ খ্রি. ও ২৮/০৫/২০১২ তারিখে মোট ৫(পাঁচ)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮/০৫/২০১২ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ও কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার স্বার্থে কমিটির সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভুমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ১৩ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব সংশোধনযোগ্য মর্মে চুড়ান্ত মতামত প্রদান করে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত ২৮/০৫/২০১২ তারিখের অনুষ্ঠিতব্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কমিটির কার্যবিবরণী এবং বিল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে গত ৩০/০৭/২০১২ তারিখে আইন মন্ত্রীর মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বশেষ গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভুমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীতিগতভানে অনুমোদন করা হয়।



নবম অধ্যায়

বিবিধ

৯.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সার্কেলের একজন সার্কেল চিফ থাকেন। দীর্ঘকাল যাবত চালু প্রথা অনুযায়ী সার্কেল চিফ গণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বিরাজমান তিনটি সার্কেল হল (১) চাকমা সার্কেল (২) বোমাং সার্কেল (৩) মং সার্কেল। সার্কেল চীফগণ স্থানীয়ভাবে রাজা হিসেবে পরিচিত। পাহাড়ী জনগণ তাদেরকে রাজাবাবু বলে সম্বোধন করেন। চাকমা সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে রাঙামাটি। বোমাং সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে বান্দরবান। মং সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে খাগড়াছড়ি।

বর্তমানে তিনটি সার্কেলের তিনজন রাজা হলেন ঃ

১. চাকমা সার্কেল -রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীস রায়
২. বোমাং সার্কেল -রাজা উ চ প্রু
৩. মং সার্কেল -রাজা সা চিং প্রু চৌধুরী

রাজাদের নিয়ন্ত্রনে থেকে হেডম্যানরা তাদের মৌজায় প্রথাগত শাসন পরিচালনা করেন এবং একজন হেডম্যানের অধীনে থাকেন বেশ কয়েকজন কার্বারী যারা মূলত পাড়া প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে পাহাড়ীদের বসবাস মূলত পাড়া কেন্দ্রিক।

কার্বারী এবং হেডম্যানদের সহযোগীতায় রাজা ভূমির খাজনা আদায় করে থাকেন। সামাজিক বিচার আচারে মূলত কার্বারী, হেডম্যান এবং রাজারাই নিস্পত্তি করে থাকেন।

০১/০৭/২০১২ খ্রি: তারিখ হতে রাজা, হেডম্যান এবং কার্বারীগণের সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে নিম্নরুপ করা হয়েছে:

রাজা (সার্কেল চীফ) : ১০,০০০ টাকা
হেডম্যান : ১,০০০ টাকা
কার্বারী : ৫০০ টাকা

তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান ও কার্বারীদের সংখ্যা:

জেলার নাম	হেডম্যানের সংখ্যা	কার্বারীর সংখ্যা
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	১৫৯ জন	৯৯৭ জন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৯৫ জন	৮৭৮ জন
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	১১৯ জন	৪৭১

৯.২ পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

			প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১২-২০১৩)		পূর্ববর্তী বছর (২০১১-১২)	
মন্ত্রণালয়	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশেষ (লক্ষ টাকায়)
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	শান্তকরণ কর্মসূচী/	৫৭৫৫২৫ জন	২৮৭৫.১৪	৫৭৫৩২৭ জন	২৬৮৪.৮৬
	২	অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচী	২৫৯৯৭ জন	৮৫৬১.৫৮	২৫৯৯৭ জন	৮২০২.৬১
	৩	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচী	১২২২৩ টি পরিবার	৫২৪৪.৬০	১২২২৩ টি পরিবার	৫৩০৫.১০
	৪	জনসংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচী	১৯৬৬ জন	৭৯৭.৭৩	১৯৬৬ জন	৮০৬.৯৩

	৫	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচী	২৪০২২৭ জন	৫৯৭৯.৬০	২৩৯৮২৫ জন	৫৮৯১.৮৪
	৬	আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা	৪০৫০৩ জন	২৫০.০০	৩৯৫০১ জন	২৫০.০০
		মোট	**৮৮৪২১৮ জন ও ১২২২৩ টি পরিবার**	**২৩৭০৮.৬৮**	**৮৮২৬১৬ জন ও ১২২২৩ টি পরিবার**	**২৩১৪১.৩৪**

৯.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ (এনজিও) পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধানাবলী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১২/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখ জারিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী শীর্ষক পরিপত্রে তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য কিছু বিশেষ বিধানাবলী আছে। পরিপত্রের ৫(জ) অনুচেছদে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও সমুহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধ্যন ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ

১. চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ -আহবায়ক
২. সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক -সদস্য সচিব
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের এক একজন প্রতিনিধি -সদস্য
৪. সংশ্লিষ্ট জেলার সামাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক -সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা -সদস্য
৬. জেলার কর্মরত সকল এনজিও 'র একজন করে প্রতিনিধি -সদস্য
৭. এডাব (ADAB)- এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
৮. সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীফ অথবা তার প্রতিনিধি -সদস্য

উল্লেখ্য সমতল জেলাসমুহের জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে অনুরুপ কমিটি রয়েছে।

পরিপত্রের অনুচেছদ ১৪ এ পার্বত্য জেলাসমূহে এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নিম্নরুপ বিধানাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে:

ক. সরকার কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালা অনুযায়ী পার্বত্য জেলা সমূহে উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও সমূকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।

খ. এনজিওসমূহ পার্বত্য জেলা সমূহে সকল প্রকার ইতিবাচক, উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

গ. উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সমস্যা ও এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজন চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সমস্যা ও এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এনজিও সমূহকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হবে।

ঘ. এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওগুলো অগ্রাধিকার পাবে। পার্বত্য এলাকার বাইরের এনজিও গুলো পার্বত্য জেলাসমুহে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। স্থানীয় এনজিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাওয়া না গেলে পার্বত্য এলাকার বাইরের এনজিওগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচলনা করতে পারবে।

ঙ. ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রেখে এনজিও সমুহ উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

চ. পার্বত্য এলাকায় কর্মরত এবং কাজ করতে ইচছুক এনজিও সমুহ নিবের্ণিত নিষেধাজ্ঞা সমূহ প্রতিপালন করে চলবে:

১. উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটায় এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না,
২. ধর্মীয় অনুভূতি বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা এবং ধর্মান্তরিত করণ করা যাবে না,
৩. সাম্প্রদায়িক কাজে উস্কানী প্রদান করে এমন কোনো কাজ করা যাবে না,
৪. জাতীয় বা আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কাজ করা যাবে না,

৫. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোনো কর্মকান্ড করা যাবে না ঐ এলাকার অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা গোষ্ঠিগত আন্দোলনে উৎসাহিত করে,

৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবেনা এবং

৭. দেশী/বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরত কোন ব্যক্তি/সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কোনো উস্কানীমুলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে না।

ছ. এনজিও-দের কার্যক্রম, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, কর্মপরিকল্পনা ও কর্ম এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনো এনজিও অনুমোদতি প্রকল্প প্রস্তাব, কর্মপরিকল্পনা বা কর্ম এলাকার কাজ করলে অথবা ১৪ (চ) অনুচেছদে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা লংঘন করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নিবন্ধন বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এছাড়াও কার্যপ্রণালীর অনুচেছদ ৫(ঙ),৫(ছ) , ৫(ঝ), ৭(খ)(ঝ)(ট)(ঠ)(ড) ১২ (গ)(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ২২(ছ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলাসমূহে কর্মরত এনজিও কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় তদারকী করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত এনজিও সমুহের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য নিম্নরুপ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে ঃ

১.	উপসচিব (সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	সদস্য
৩.	নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৪.	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

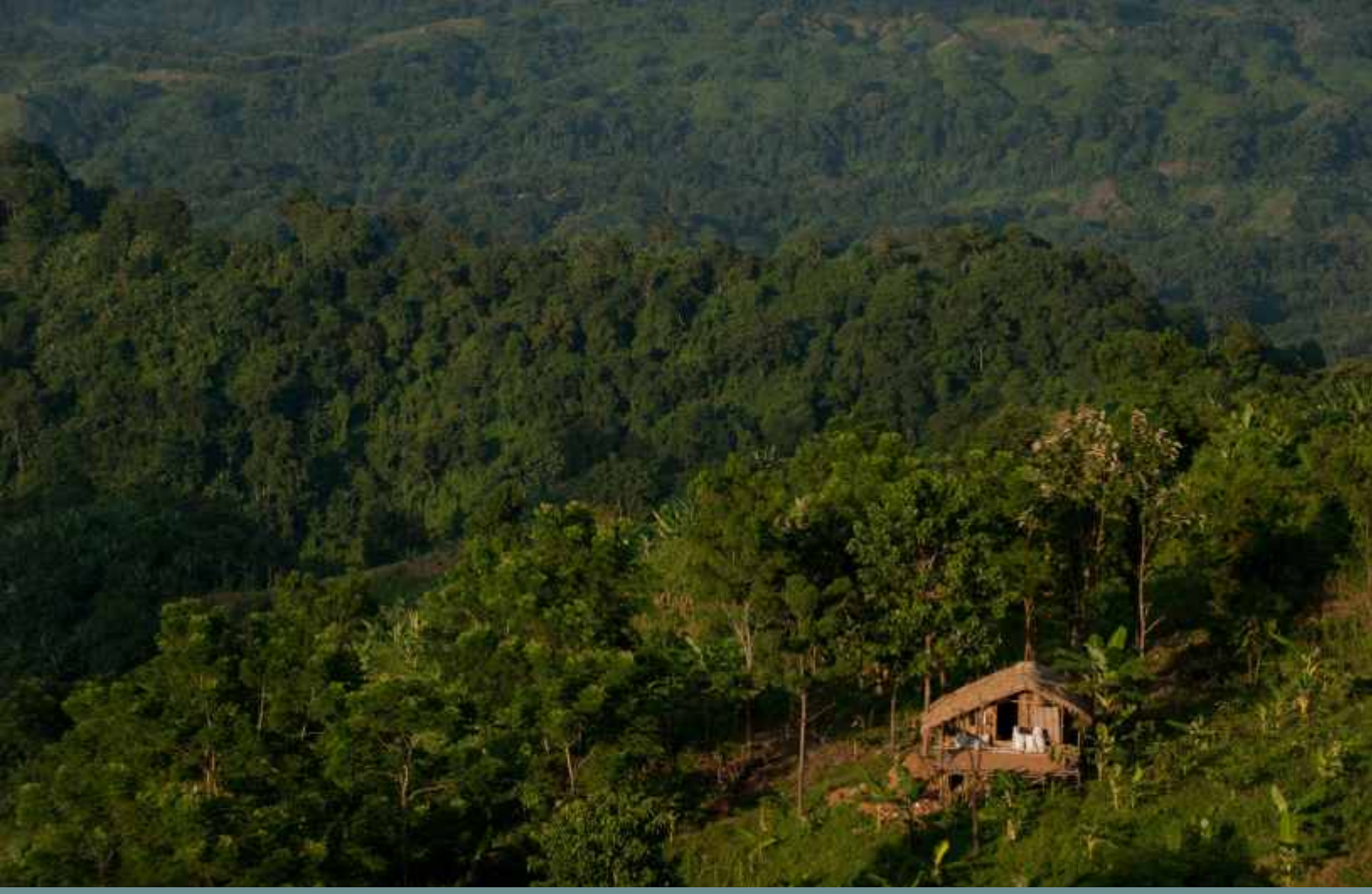
৯.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগনের নাম,পদবী ও ফোন নম্বর

কক্ষ নং	নাম ও পদবী		ফোন নম্বর
৬১০	জনাব দীপংকর তালুকদার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	দাপ্তরিক: minister@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: rezacht@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০০৪৪ বাসা : ৯৩৫৪০০১
৬০৩	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সচিব	দাপ্তরিক: secretary@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: nbkt@dhaka.net	অফিস : ৯৫৪০০৩৩ বাসা : ৯১৪৬৩৪৩ মোবাইল: ০১৫৫২১০৬৬৭০
৬০৯	জনাব সুদত্ত চাকমা (উপসচিব) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	দাপ্তরিক:pstominister@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: sdchakma@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০০৫৫ বাসা : ৯১৩৭৪৩০ মোবাইল: ০১৮১৯২৪৭১৯১
৬১০/অ	জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	দাপ্তরিক: rezacht@gmail.com ব্যক্তিগত: rezacht@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০১৩১ বাসা : ৯৩৪৭৭৬৯ মোবাইল: ০১৫৫৩৫৮৮৯৯ ইন্টারকম: ১১৯
৬১৮	জনাব এ এইচ এম জুলফিকার আলী জনসংযোগ কর্মকর্তা	দাপ্তরিক: zulfikarpro78@gmail.com ব্যক্তিগত: zulfikarpro78@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০০১৭ মোবাইল: ০১৭১১২৪৭৮৩৪ ইন্টারকম: ১২০
৬০৫/অ	জনাব মোঃ জিয়াউল হক (সিনিয়র সহকারী সচিব) সচিবের একান্ত সচিব	দাপ্তরিক: pstoscy@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: sazal_220@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪০১২৯ বাসা : ৮৩১৩৯৩৬

কক্ষ নং	নাম ও পদবী		ফোন নম্বর
			মোবাইল: ০১৭১২৫৩২১৬৬ ইন্টারকম: ১০৬
৬০৮	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	দাপ্তরিক: jointscyadmin@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: szaman_56@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪৫০০৯ বাসা : ৯১২৭৭৯০ মোবাইল: ০১৭৬২০০৭৭১২ ইন্টারকম: ১০৩
৬১১	জনাব এ এস এম শাহেন রেজা উপসচিব (প্রশাসন)	দাপ্তরিক: dsadmin@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: shahen.reza@yahoo.com shahen.reza85@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০১২৮ বাসা : ৮৩৩৩৫৩১ মোবাইল:
৬০৬	জনাব এ বি এম নাসিরুল আলম উপসচিব (পরিষদ)	দাপ্তরিক: dsparisad@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত:abmnasir_61@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪০১২৩ বাসা : ৮৩৫১৯৩০ মোবাইল: ০১৫৫২৩৭৯৩১০
৬৩৬/অ	জনাব সুদত্ত চাকমা উপসচিব (পরিষদ-২)	দাপ্তরিক: dsparisad2@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: sdchakma@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০১৩৫ বাসা : ৯১৩৭৪৩০ মোবাইল: ০১৮১৯২৪৭১৯১
৬১৮	জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন খান সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	দাপ্তরিক: sasadmin@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: mhk12prince@gmail.com	অফিস : ৯৫৭৬৬৪৩ মোবাইল: ০১৭১২১৮০৪৫৭
৬২১	বেগম নাজনীন ওয়ারেস সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-২)	দাপ্তরিক: nazneendhk@yahoo.com ব্যক্তিগত: nazneendhk@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪৫০০৮ বাসা : ৮৮১১৫৯৪ মোবাইল: ০১৭১১৩৯৪৫০০
৬২১	বেগম ফারহানা হায়াত সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ -১)	দাপ্তরিক: sasparisad1@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: hayat_farhana@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪৫৬৯৮ মোবাইল: ০১৭১২১৬৯৮০০
৬২০	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী সহকারী সচিব (আইন)		অফিস : ৯৫১৪৪৮১ মোবাইল: ০১৫৫২৪০৪৪১৫
৬০২	জনাব মোঃ তাজিমুল ইসলাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	দাপ্তরিক: accounts@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: a.mochta@yahoo.com	অফিস : ৯৫১৪৪৮২ মোবাইল: ০১৭১১২২০২৩১
৬২৫	জনাব বাসুদেব আচার্য যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	দাপ্তরিক: jointscydev@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: a_basudeb@yahoo.com	অফিস : ৯৫৭৬৬১৩ বাসা : ৮৬১৩৬৮০ মোবাইল: ০১৭১১০০৯৮৭৭
৬২৭	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ শাহ্ আকন্দ যুগ্ম সচিব	দাপ্তরিক: dsdev@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: akondmozid@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪০১২৭ বাসা : ৯৫৩৬৩৭৫ মোবাইল: ০১৯১৩০৮৫২০৭
৬০৭	বেগম সালমা আখতার জাহান যুগ্ম সচিব (সমন্বয়)	দাপ্তরিক: dscoordination@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: salma4968@yahoo.com	অফিস : ৭১৬৯৭৪৭ বাসা : ৭৩০০৪৮৬ মোবাইল: ০১৯১১৩২৪৫৪৩
৬০৬	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সহকারী সচিব (সমন্বয়-১)	দাপ্তরিক: nislam.mochta@gmail.com ব্যক্তিগত: nislam.mochta@gmail.com	অফিস : ৯৫৪০১০৩ মোবাইল: ০১৫৫২৩৬৬২৪৩
৬০৯/অ	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন উপসচিব (সমন্বয়-২)	দাপ্তরিক: dscoordination2@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: alamgir4158@yahoo.com	অফিস : ৯৫৭৪৪১৭ বাসা : ৯৬৬১৩৯২ মোবাইল: ০১৮১৯৫৬৭৪২৪

কক্ষ নং	নাম ও পদবী		ফোন নম্বর
৬৩৭	বেগম বিদুষী চাকমা সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন)	দাপ্তরিক: sasdev@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত: chakmabidushi@yahoo.com	অফিস : ৯৫৭৭১১৮ মোবাইল: ০১৭৪২৪৪৪৭৭৭
৬৩৭/১	ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান শেখ সিনিয়র সহকারী প্রধান	দাপ্তরিক: sassttchief@mochta.gov.bd ব্যক্তিগত:arged2004@yahoo.com	অফিস : ৯৫৪৫০০৭ মোবাইল:০১৭৬৮৩৮২৭৭৫
	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা		অফিস : ৯৩৬০২৩২ বাসা : ৮০০১৮১২ মোবাইল: ০১৮১৯১৯৫৮৮৯

ফ্যাক্স: ৯৫৪০৭৮১ (সচিব) ৯৫৬৫৩০০ (প্রতিমন্ত্রী)



ফটো গ্যালারি



রাঙ্গামাটির সাজেক পাহাড়ের চূড়ায় স্থানীয় লূসাই শিল্পীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



সাজেক পাহাড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষমান ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডাঃ আবছারুল আমিন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার



জাতীয় সংসদ ভবনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



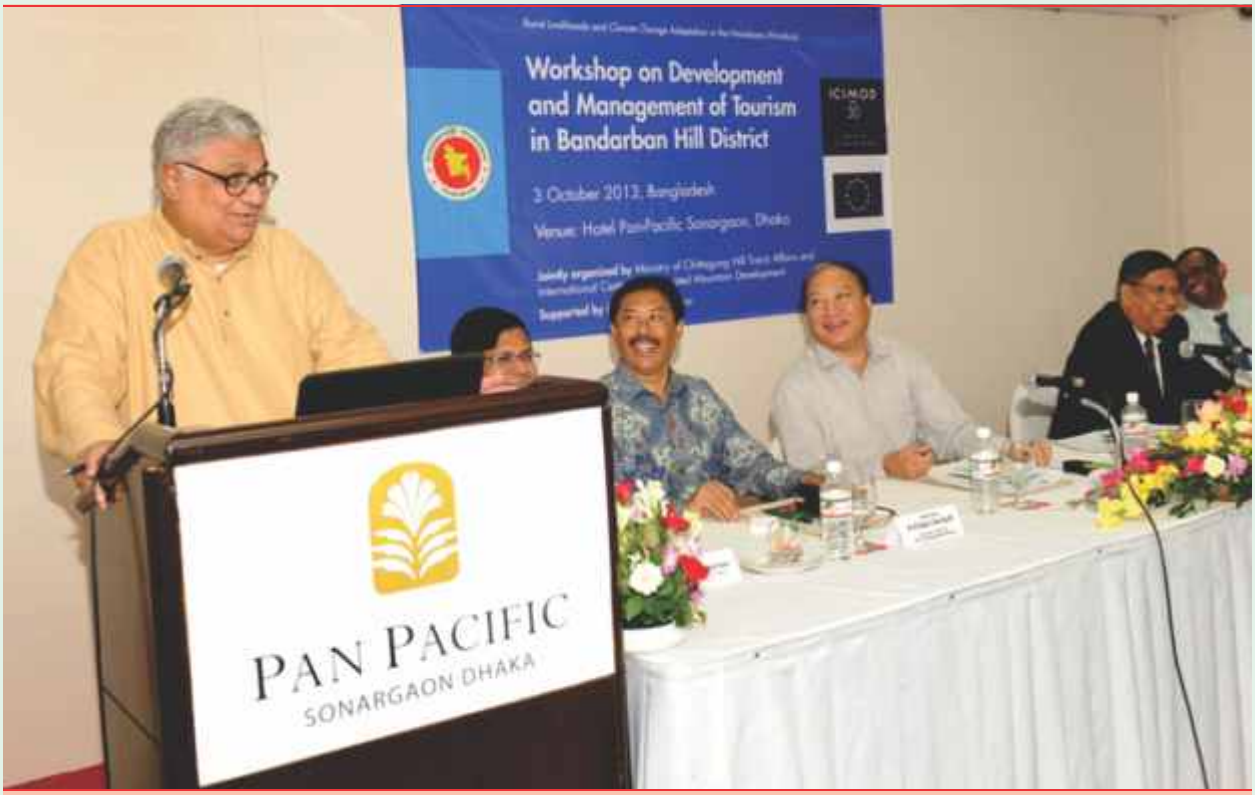
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত একটি সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার এমপি.



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন-প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম



মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন মাননীয় সংসদ উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী, এমপি.



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক কর্মশালায় ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান



UNDP-CHTDF এর National Project Steering কমিটির সভা



কেওক্রাডং পাহাড় চূড়ায় একটি ফলক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মন্ত্রণালয় আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত মন্ত্রী পরিষদ সচিব



রাঙ্গামাটির হেডম্যান সম্মেলনে অতিথিবৃন্দ ঐতিহ্যবাহী প্রথায় মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নিচ্ছেন



রিজুক ঝর্না, রুমা, বান্দরবান



বগা লেক, রুমা, বান্দরবান



রাঙামাটিতে পাহাড় বন আর মেঘের মায়াবী খেলা



সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সামসুজ্জামান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ জিয়াউল হক, সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ: অভীক বিক্রম ত্রিপুরা
অলংকরণ: ইখতিয়ার হাসান সবুজ
মুদ্রণ ও বাঁধাই: পাথওয়ে এবং উইনরেইন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়-২ অধিশাখা হতে প্রকাশিত। ফোন: ৯৫৭৪৪১৭



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়